ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 Augest, 2023 ■ আগরতলা ২১ আগষ্ট ২০২৩ ইং ■ ৩ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জন আরোগ্য যোজনা আনতে চলেছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগষ্ট।। জন আরোগ্য যোজনা আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পের জন্য সরকার ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেটে ৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দ্রুত এ প্রকল্প চালু করার জন্য। রবিবার লিচু বাগান স্থিত ওল্ড ন্যাশনাল ক্লাবের উদ্যোগে "স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব" মেরে মাটি মেরি দেশ এবং ক্লাবের ৫৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রেখে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন ১০০ টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য চলতি অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে।

এদিনের রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রেখে আরো বলেন, রক্তদাতা থেকে রক্ত গ্রহীতার সংখ্যা অনেক বেশি। রাজ্যে ৪০ লক্ষ মানুষের জন্য ৪০ হাজার ইউনিট রক্ত মজুত রাখার প্রয়োজন। এর জন্য সকলের রক্তদান করা নৈতিক দায়িত্ব। রক্তদানের চেয়ে বড় কোন উপহার হতে পারে না। রক্তের বিকল্পও ধর্ম নেই। তাই সমতা বজায় রাখতে সকলকে রক্তদানে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। পরবর্তী সময় রক্তদান শিবির ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। এদিন রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা জানান তিনি।

বহিষ্কৃত আবু খায়েরকে ক্ষমা চাইতে বললো মথার যুব সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগষ্ট।। আবু খায়ের মিয়া সামাজিক মাধ্যমে যে বক্তব্য রেখেছেন তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবি জানালো তিপ্রা মথা দলের যুব সংগঠন। পাশাপাশি তার বক্তব্য প্রত্যাহার করে ক্ষমা চাওয়ার দাবিও জানিয়েছেন তারা। রবিবার বক্সনগর তিপ্রা ইয়ুথ ফেডারেশনের তরফে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ব্লক সেক্রেটারি সঞ্জিত দেববর্মা, ভাইস প্রেসিডেন্ট বিনয় দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে তারা জানান, দলের তরফ থেকে এখনো উপ নির্বাচনে তারা কোন দলকে সমর্থন করা হবে সেই বিষয়ে কোনো কিছুই জানানো হয়নি। ফলে তিপ্রা মথা দলের বিজিত প্রার্থী আবু খায়ের মিয়ার বক্তব্য সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

তিনি দলের উর্ধ্বে গিয়ে এধরনের মন্তব্য করতে পারেন না।

তাই অবিলম্বে তার এই বক্তব্য প্রত্যাহার করে ক্ষমা চাইতে বলা হয়। উল্লেখ্য শুক্রবার আবু খায়েরের একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। তারপরেই শুরু হয় রাজনৈতিক মহলে তীব্র গুঞ্জন। উল্লেখ্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আগামী ৬ মাসের জন্য তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। পাশাপাশি সব ধরনের প্রচার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দলের তরফে। শনিবার বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা একথা জানিয়েছেন।

সিডব্লিউসি'র সদস্য হলেন সুদীপ বর্মণ

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট : কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণকে সি ডব্লিউ সি-র সদস্য নিযুক্ত করায় ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে এই খবর জানানো হয়েছে। এদিকে আজই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি (সিডব্লিউসি) গঠনের ঘোষণা করেছেন, যা দলের শীর্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা। এতে জায়গা পেয়েছেন শশী থারুর ও শচীন পাইলটও। দুজনই প্রথমবারের মত এতে অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে সিডব্লিউসি সদস্য ৩৯ জন, ১৮ জন স্থায়ী আমন্ত্রিত, নয়জন বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য ছাড়াও পদাধিকারবলে সদস্য ও ভারপ্রাপ্ত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়েছে এই কমিটি।

সিডব্লিউসি-তে মল্লিকার্জুন খাড়্গে ছাড়াও, সোনিয়া গান্ধী, ডক্টর মনমোহন সিং, রাহুল গান্ধী, অধীর রঞ্জন চৌধুরী, এ কে অ্যান্টনি, অম্বিকা সোনি, মীরা কুমার, দিগ্বিজয় সিং, পি চিদাম্বরম, তারিক আনোয়ার, লাল থানহাওলা, মুকুল ওয়াসনিক, আনন্দ শর্মা, অশোক চৌহান, অজয় মাকেন, চরণজিৎ সিং চান্নি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদরা, কুমারী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়ি বাড়ি প্রচারে বামপ্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২০ আগষ্ট।। বক্সনগর ও ধনপুরে দুটি নির্বাচনী কেন্দ্রে উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক এবং বিরোধী দল সকলেই প্রত্যেকদিন কোন না কোন বুথ এলাকায় ভোটারদের সাথে যোগাযোগ করছেন।তাএই অংঙ্গ হিসেবে আজ সকাল ৮ ঘটিকা হইতে ২০-বক্সনগরের উপ-নির্বাচনে বামফ্রন্ট মনোনীত CPIM প্রার্থী মিজান হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে মতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মগবাড়ীতে বাড়ী এলাকায় বাড়ী প্রচার করা হয়।এই দিনের এই প্রচার উপস্থিত ছিলেন সিপিএম পার্টির সোনামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক রতন সাহা, সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নারায়ন চক্রবর্তী এবং অহিদুর রহমান,মিজান মিঞা।

ভারতীয় গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির সভাপতি মোঃ সেলিম সহ অন্যান্য কর্মী সমর্থকেরা।

এদিনের এই কর্মসূচিতে বাড়ি বাড়ি প্রচারে বের হয়ে সিপিএমের মনোনীত প্রার্থী মিজান হোসেন প্রত্যেকটি ভোটারের সাথে কথা বলেন এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনেন।

সকল অংশের মানুষের কাছে তিনি ৫ তারিখের উপ-নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য সকলকে আবেদন করেন।

সাংবাদিকের মৃত্যুতে শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগষ্ট।। প্রায় দেড় বছর রোগ-ভোগের পর রবিবার সকাল প্রায় ৮.২০ মিনিটে সোনামুড়া শহরের নিজ বাসভাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক সোনামুড়া প্রেস ক্লাবের অন্যতম সদস্য আব্দুল সাত্তার। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। ২০০৬ সালে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় কাজ করার মধ্যে দিয়েই সাংবাদিকতা শুরু করেন তিনি।অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রায় ১৬ বছর সুনামের সাথে এই কাজ করে গেছেন আব্দুল সাত্তার। অন্যান্য খবরের পাশাপাশি তার লেখনীতে বারবারই স্থান পেয়েছে সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ে থাকা নিপীড়িত মানুষের কথা। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন ২ পুত্র ,স্ত্রী ৪ ভাই ১ বোন সহ অসংখ্য আত্মীয় পরিজন ও গুণমুগ্ধকে। পরিতাপের বিষয় হলো তার ছোট সন্তান সাজায়েব ফিরহাজের বয়স মাত্র ১ বছর ১ মাস। বড় ছেলের বয়স ১১ বছর। মৃত্যুর পর তার দেহ নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রেমিক যুগলকে মধ্যরাতে আটক করলো গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগষ্ট।। গভীর রাতে কৈলাসহর শহর এলাকায় অর্ধ নগ্ন অবস্থায় প্রেমিক প্রেমিকাকে ধরে ফেলল এলাকাবাসীরা। ওই প্রেমিকের এবং প্রেমিকা উভয়েই বিবাহিত বলে ধারণা এলাকাবাসীর। তাদেরকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয়রা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শনিবার গভীর রাতে কৈলাশহর পুর পরিষদের ১৪ নং ওয়ার্ডের দূর্গাপুর এলাকায় পরকিয়ায় লিপ্ত থাকা অবস্থায় এলাকার মানুষ ঘরের ভিতরে থাকা প্রেমিক প্রমিকাকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় ধরে ফেলে বলে এলাকাবাসীর দাবি। উল্লেখ্য, দূর্গাপুর এলাকায় এক মহিলা, স্বামী এবং দুই ছেলেকে নিয়ে ভাড়া বাড়িতে থাকেন। শনিবার গভীর রাতে এই মহিলার বাড়িতে এক অচেনা যুবককে প্রবেশ করতে দেখে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়।পরবর্তী সময়ে এলাকাবাসীরা সেই মহিলার ঘরে জোর করে প্রবেশ করে দুইজনকেই অর্ধনগ্ন অবস্থায় পায়। এলাকাবাসীরা জানান যে, শনিবার রাতে ওই মহিলার বাড়িতে সেই মহিলার স্বামী এবং দুই ছেলে ছিলো না। তাছাড়া সেই মহিলার বাড়িতে যে যুবকটি ছিলো, সেই যুবকটির নাম উত্তম সরকার। উত্তমের বাড়ি কৈলাসহরের চিনিবাগান এলাকায়। উত্তম সরকার নিজেও বিবাহিত ও উত্তমের ছেলে, মেয়েও রয়েছে। বাড়িতে স্ত্রী ছেলে মেয়ে রেখে এর আগেও উত্তম ওই মহিলা ঘরে এসেছিলো বলে এলাকাবাসীরা জানায়। এলাকাবাসীরা সেই মহিলার ঘরে প্রবেশ করে দুইজনকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় ধরে ফেলে। পরে এলাকাবাসীরা উত্তম এবং সেই মহিলাকে ঘরের বাইরে পিলারের মধ্যে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে এবং কৈলাসহর থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে উত্তম এবং ওই মহিলাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। সেই মহিলার সাথে কি সম্পর্ক সেটা উত্তম সরকারকে জিজ্ঞেস করলে উত্তম জানায় যে, তার সাথে নাকি দেওর বৌদির সম্পর্ক। কিন্তু মহিলা প্রথম দিকে এলাকাবাসীদের ভাই বোন বলে পরিচয় দেয়। যদিও পুলিশ গোটা বিষয়টি তদন্ত করছে।

পরকিয়ার সম্পর্ক যেভাবে দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাতে আগামী প্রজন্মে এর প্রভাব ভয়ংকর হবে বলে সচেতন মহলের অভিমত।

সৎভাবনা দিবসে

উপনির্বাচনে সিপিএম প্রার্থী সমর্থনে প্রচারে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বই যথেষ্ট ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগষ্ট।। ২০ আগষ্ট তথা রবিবার প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ৭৯ তম জন্মজয়ন্তী যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপন করল প্রদেশ কংগ্রেস দল। এদিন সৎভাবনা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। প্রদেশ কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা আগরতলা সার্কিট হাউজ সংলগ্ন এলাকা থেকে এক পদযাত্রা শুরু করেন। পরে কংগ্রেস ভবনে এসে পতাকা উত্তোলন করে রাজীব গান্ধীর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। পরে গান্ধীঘাটে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, প্রাক্তন বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাংখল সহ কংগ্রেস দলের অন্যান্য কর্মী সমর্থকরা। উপ নির্বাচন নিয়ে এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, সিপিআইএম থেকে প্রচারের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়নি কারন তাদের কাছে যথেষ্ট পইমানে নেতৃত্ব রয়েছে যারা এই নির্বাচনে প্রচারের জন্য যথেষ্ট। এছাড়া তিনি এও বলেন উপ নির্বাচনের জন্য জেলার কংগ্রেস নেতৃত্বকেই কাজে লাগাতে পারেন তার জন্য রাজ্য নেতৃত্বের দরকার হয়না। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগষ্ট।। আজ ছবিমুড়ার গোমতীর জলে তলিয়ে গেল বীরগঞ্জ থানার বীর বল দাস পাড়ার স্নেহাশীষ রূদ্র পাল নামে ২৩ বছরের এক বালক ন অগ্নিনির্বাপক দপ্তর এবং দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের স্বেচ্ছাসেবকরা প্রায় দুই ঘন্টা গোমতী নদীর জলে তল্লাশি চালিয়ে স্নেহাশিস রূদ্র পালের নিথর দেহ উদ্ধার করে করে অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। অমরপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায় জানান, আজ বিকেল সাড়ে চারটায় এই ঘটনা ঘটে ন পিকনিক শেষে থালা বাসন পরিষ্কার করতে গিয়ে এই বিপত্তি ঘটে ন তারা ১০/১২ জন বন্ধু মিলে ছবিমুড়ায় পিকনিকে গিয়েছিলো।

গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২০ আগষ্ট।। আজ বিকাল টা ৪.৪০ মিনিটের সময় ধনিরামপুর থেকে দুজন যুবক বাইক নিয়ে মতিনগর ফুটবল খেলার মাঠে, আসার পথে দুর্ঘটনার শিকার , অপর দিক সোনামুড়া থেকে আসা মারুতি গাড়িটি মানিক্য নগরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। মতিনগরের উত্তর প্রান্তে মেইন রোডে ভয়াবহ এক্সিডেন্ট হয় মারুতি,এবং বাইকের মধ্যে।মারুতির নাম্বার হল টি আর জিরো ৭বি জিরো ৬০৩,পালসার বাইকের নাম্বার হলো টি আর জিরো ৭ জি ৬৫৯২ । ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মারুতি গাড়িতে সাতজন লোক ছিল তাদের সকলের বাড়ি বক্সনগর আর ডি ব্লকেরমানিকনগর পঞ্চায়েতের অধীনে। মানিকনগর এর হরেন্দ্র পাল, বয়স ৬৩,নিতাই পাল ৭০,ধনি চান পাল ৬৫, উনারা আঘাত পেয়েছেন এবং চোট লেগেছে , মতিনগর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। অপরদিকে ধনিরামপুর থেকে আসা দুজন উপজাতি যুবক তারা হলেন বিকাশ দেববর্মা ২০,নবীন দেববর্মা ১৮, দুর্ঘটনা গুরুতর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ৩০৮ ◘ ২১ আগস্ট
২০২৩ ইং◘ ৩ ভাদ্র ◘ সোমবার ◘১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ভারতকে টেক্কা দিতে গিয়া ধূলিসাৎ রাশিয়ার চন্দ্রযান !

ভারতকে একটা দিতে গিয়া ধুলিস্যাৎ হইয়া গেল রাশিয়ার চন্দ্রযান। এ যেন অনেকটাই তীরে এসে তরী ডুবিয়া যাওয়ার মতো ঘটনা। অন্তত রাশিয়ার "চন্দ্রযান" "লুনা-২৫"-এর চন্দ্রাভিযানের সফরকে একবাক্যে বলিতে গেলে এই বাগধারার মাধ্যমেই উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। কারণ, ইতিহাস তৈরি করিতে গিয়াও ব্যর্থতার সম্মুখীন হইল রাশিয়া। জানা গিয়াছে, চাঁদের মাটিতেই ভাঙিয়া পড়িল রুশ মহাকাশযান "লুনা-২৫" ।ইতিমধ্যেই রুশ মহাকাশ সংস্থা রসকসমস রবিবার এই খবর জানাইয়াছে। আগামী সোমবার চাঁদে অবতরণের কথা ছিল রাশিয়ার এই মহাকাশযানের। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাহা সফল হইল না। এদিকে, সোমবার চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে যদি রুশ মহাকাশযানের সফল অবতরণ হইত সেক্ষেত্রে যে নতুন ইতিহাস তৈরি হইত সেই বিষয়ে আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে এর আগে কোনো দেশের মহাকাশযানের সফল অবতরণ করেনি।গত শনিবারই রুশ মহাকাশযান "লুনা-২৫"-কে ঘিরিয়া তৈরি হইয়াছিল সংশয়। আর মাত্র এক ধাপ পেরোলেই মহাকাশযানটি চাঁদের সবচেয়ে কাছের কক্ষপথে পৌঁছিয়া যাওয়ার কথা থাকিলেও তাহার আগেই ঘটিল বিপত্তি। শুধু তাই নয়, শনিবার সর্বশেষ কক্ষপথে নামিবার আগে "জরুরি পরিস্থিতি"র মুখোমুখি হইতে হয় "লুনা-২৫"-কে। যাহার ফলে নির্দিষ্ট পরিমাপ এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী ওই মহাকাশযানকে কক্ষপথে পৌঁছাইয়া দেওয়া যায়নি। এমতাবস্থায়, নির্ধারিত গতির থেকে বেশি গতিতে ছুটে চাঁদের মাটিতে ভাঙিয়া পড়ে "লুনা-২৫"। আর এইভাবেই গত ৪৭ বছরে প্রথমবার চন্দ্রাভিযানে শামিল হওয়া রাশিয়ার সফল হওয়ার স্বপ্নও ভাঙিয়া যায়।এবার সকলের চোখ রহিয়াছে ভারতের "চন্দ্রযান-৩"-এর দিকে। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল, বুধবার চাঁদের দক্ষিণ মেরুতেই অবতরণ করিবার কথা রহিয়াছে "চন্দ্রযান-৩"-র। পাশাপাশি, ভারতের কাছে রহিয়াছে ইতিহাস তৈরির সুযোগও। উল্লেখ্য যে, গত ১৪ জুলাই চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়াছিল চন্দ্রযান ৩। যদিও, তাহার প্রায় এক মাস পর রওনা দেয় রাশিয়ার মহাকাশযান "লুনা-২৫" ।একটা সময়ে মনে হইয়াছিল যে, চন্দ্রযান ৩-এর আগেই চাঁদের মাটি ছুঁইয়া ফেলিবে রাশিয়া। কিন্তু সেটা আর হইল না। এদিকে, জানা গিয়াছে পাখির পালকের মতো চাঁদের মাটিতে অবতরণ করানো হইবে ভারতীয় চন্দ্রযানকে। যেটিকে "সফট ল্যান্ডিং" বলা হয়। এমতাবস্থায়, আগামী বুধবার সন্ধ্যায় চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নামিবার কথা ল্যান্ডার বিক্রমের। ইতিমধ্যেই মূল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছেদের পর "চন্দ্রযান-৩" গতি কমাইয়াছে। "চন্দ্রযান-৩" এর অভিযান সফল হইলে ভারত যে শ্রেষ্ঠ আসন অলংকৃত করিবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। সেই শুভক্ষণের অপেক্ষায় গোটা দেশবাসী।

লাদাখে দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি. স.) : লাদাখে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে ভারতীয় সেনার একটি গাড়ি। শনিবার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনার জেরে ৯ জন সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনা শোকার্ত করেছে গোটা দেশবাসীকে। শোকপ্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জওয়ানদের মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারের প্রতিও সমবেদনা জানিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, সেনার একটি ট্রাক পাহাড়ি রাস্তায় যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছলে গভীর খাতে পড়ে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্রাকটিতে এক আধিকারিক-সহ মোট ১০ জন জওয়ান ছিলেন। ওই আধিকারিক-সহ ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। একজন আহত হয়েছেন। তাঁকে উদ্ধার করে সেনা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

সেনা সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে লেহ থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে। কিয়ারি নামের একটি জায়গায়। যে ট্রাকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল, সেটা আসলে সেনা কনভয়ের অংশ ছিল। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি।

লাদাখে দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি. স.) : লাদাখে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে ভারতীয় সেনার একটি গাড়ি। শনিবার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনার জেরে ৯ জন সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পরই টুইটে শোকপ্রকাশ করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

তিনি টুইটে লিখেছেন, "লাদাখে দুর্ঘটনার জেরে ভারতীয় সেনার জওয়ানদের মৃত্যুতে দুঃখিত। দেশের প্রতি এই জওয়ানদের সেবা কখনও ভুলব না। সাহসীদের পরিবারের প্রতি আমি সমবেদনা জানাই। আহতের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।"

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, সেনার একটি ট্রাক পাহাড়ি রাস্তায় যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছলে গভীর খাতে পড়ে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্রাকটিতে এক আধিকারিক-সহ মোট ১০ জন জওয়ান ছিলেন। ওই আধিকারিক-সহ ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। একজন আহত হয়েছেন। তাঁকে উদ্ধার করে সেনা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

সেনা সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে লেহ থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে। কিয়ারি নামের একটি জায়গায়। যে ট্রাকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল, সেটা আসলে সেনা কনভয়ের অংশ ছিল। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি।

উত্তর ওয়াজিরিস্তানে জঙ্গি হামলায় ১১ শ্রমিক নিহত, খাইবারে দুই সন্ত্রাসবাদী নিহত

ইসলামাবাদ, ২০ আগস্ট (হি.স.) : পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে সন্ত্রাসী হামলায় ১১ শ্রমিক নিহত ও দুজন আহত হয়েছে। পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, একটি ভ্যানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে।

স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে জেলা প্রশাসক রেহান গুল খট্টকের জানিয়েছেন, ভ্যানটি শ্রমিকদের নিয়ে যাচ্ছিল। পথে জঙ্গিরা ভ্যানটি বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়। এ হামলায় ১১ জন শ্রমিক প্রাণ হারান। আহত দুই শ্রমিককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই শ্রমিকরা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের তহসিল মাকিন ও ওয়ানার বাসিন্দা।

রিপোর্ট অনুযায়ী, কয়েক সপ্তাহ আগে বাজাউরে আত্মঘাতী বিস্ফোরণের পর এই সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে। আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ২৩ শিশুসহ কমপক্ষে ৬৩ জন নিহত এবং ২০০ জনের বেশি আহত হয়। এই আত্মঘাতী বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে ইসলামিক স্টেট।

'মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান'

শান্তনু রায়

১৯৫৭য় পলাশীর আমবাগানে এক অসম ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ন যুদ্ধে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সূর্যের অস্তাচল যাত্রার যে সূচনা হয়েছিল সময়ের হিসেবে ব্যবধান মাত্র সাত বছরের হলেও বঙারের যুদ্ধের ফলাফলে তা যেন সম্পূর্নতা লাভ করেছিলে কারণ এই অল্পসময়ের মধ্যেই ইংরেজদের পরাক্রম এত প্রবলভো ও অপ্রতিহত গতিতে বৃদ্ধি লাভ করছিল যে প্রাণপন চেষ্টা করেও নবাব মীরকাশিম তা রোধ করতে পারেননি-ফলতঃ দীর্ঘ প্রায় দ্বিশত বৎসরের পরাধীনতা।

সেই স্বাধীনতা সূর্য আবার উদিত হয়েছিল আজ থেকে ছিয়াত্তর বছর আগে এদিনে খণ্ডিত এ ভারত ভূমিতে। তবে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ও মধ্যরাতে লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনে উদযাপিত সে স্বাধীনতা অর্জনেরও রয়েছে পূর্ববর্তী সংগ্রামের দীর্ঘ এক ইতিহাস-যা অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা, দুঃখ কষ্টে সম্পৃক্ত। কত বীর সন্তান জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য অনুভবে নিঃশেষে দিয়েছে প্রাণ প্রিয় দেশমাতার শৃঙ্খল মোচনে। তাঁদের স্বদেশব্রতের মহান দীক্ষায় দীক্ষিত কত বিপ্লবী রক্তে রাঙ্গা এ অধ্যায়। এমনই একটি নাম বিপ্লবী অনিল দাস-রত্নগর্ভা মা কিরণবালা ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মী নিবারণ চন্দ্র দাসের দেশের স্বাধীনতাবজ্ঞে অংশগ্রহণকারী চার সন্তানের জ্যেষ্ঠ অন্য দুই সন্তানকেও পরবর্তীতে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। আর দেশমাতৃকার শৃঙ্খ মোচনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বাংলা মায়ের এমন দামাল সন্তানদের স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গে গর্বিত মায়ের মনও সময় বিশেষে স্বাভাবিকভাবেই পীড়িত ও শোকাবেগে আকুল হলেও মানসিক শক্তিতেই অতিক্রম করতে হয়েছে সে যন্ত্রা। এমনই এক মর্মস্পর্শী ঘটনা ঘটেছিল নয় দশকেরও আগে ১৯৩২-এর ১৭ জুন। সেদিন ঢাকা কিরনবালা একাকী নীরবে চোখের জল সংবরন করছিলেন মন শক্ত করে। দেশকে স্বাধীন করতে বৈপ্লবিক কর্মে যুক্ত থাকার অপরাধে(১) ৬ তারিখে গ্রেফতার হয়ে জেলবন্দী ছিল ছেলে অনিল। চার সন্তানই অদম্য সাহসে দেশমুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জানা ছিল। কিন্তু মায়ের মন তো মানে না- প্রায়ই দেখতে আসতেন। এর আগে ১৩ তারিখে এসে ছেলের সঙ্গে দেখা করে গেছেনত্ত দেখেছিলেন ছেলে কত শীর্ণ দূর্বল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেদিন- ছেলের ২৭তম জন্মদিনের আগের দিন দেখা করতে এসে জানলেন ছেলে আর নেই-- জেলেই অত্যাচারে মারা গেছে। জেলে ব্রিটিশের অমানুষিক অত্যাচর সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। স্বাধীনতা যজ্ঞে আত্মোৎসর্গ করলেন মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে, বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা নাগের সুযোগ্য সহকর্মী বিপ্লবী অনিল চন্দ্র দাস। ব্রিটিশের জেল হেফাজতে এক বিপ্লবী তরুণের এভন মৃত্যুতে তীব্র ক্ষোভ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল সর্বত্র, শোনা যায় প্রশ্ন উঠেছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে নিবেদিত অবিভক্ত বাংলার ঢাকা বিক্রমপুরের পাইকপাড়ার এই পরিবারের বৈপ্লবিক কর্মযজ্ঞে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী চার সন্তানের মধ্যে অনিল দাসের জন্ম ১৯০৬ সালের ১৮ জুন কোলকাতায় পিতার কর্মস্থলে। অন্য দুই পুত্র সুনীল ও পরিমল এবং একমাত্র কন্যা লতিকা। পড়াশোনা আরম্ভ লব প্রতিষ্ঠ আইনজীবি পিতৃব্য প্রনোধচনতর অভিভাবকনকে। হত্রবি পর্যন্ত অনিল মায়ের কাছেই পড়াশোনা করতেন। এরপর মেদিনীপুরে এসে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মাতামহ নিখিল নাথ রায়ের তত্বাবধানে মেদিনীপুর কলোজয়েত স্কুলে ভাত হলেন দশম শ্রেনাতে। সেখানে তাঁর সহপাঠিদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তীকালের বিপ্লবী শৈলেশ রায় রেবতীমোহন বর্মন, হরি পদ চক্রবর্তী প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। ১৯১৯ সালে তাঁর ছাত্রজীবন শুরুর সময় থেকেই তিনি বিপ্লবী কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ১৯২৮ সালে টাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে ক্লাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করলেন অনিল দাস। পরীক্ষা পাশ করলেও তিনি কিন্তু কোন সরকারি চাকরির চেষ্টায় গেলেন না। জীবিকা অর্জনের জন্য বরং কিছু গণিতের পাঠ্যপুত্তক রচনা করেন। ইতিমধ্যে ঢাকায় বিপ্লবী অনিল রায়ের বিপ্লবী সংগঠন শ্রীসংঘের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। এবার সেই সংগঠনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করলেন। এখানে সহযোদ্ধা হিসেবে পেলেন বিপ্রবী অনিল রায় ও শ্রীমতী লীলা নাগকে। সেসময় সেসময় বিপ্লবী অনিল রায়ের নেতৃত্বে শ্রীসংঘের সদস্যরা সক্রিয় সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্দেশ্যে অঅসংগ্রহ ও বোমা তৈরি করতে। ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের রসায়ন বিভাগের অনার্সের কৃতী ছাত্র অনিল দাসও যোগ দিয়েছিলেন বোমা তৈরির গোপন এই কর্মযজ্ঞে। এদিকে ১৯৩০-এ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সরকার ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে-সমস্ত বিপ্রবীদের আটক করারজন্য হন্যে হয়ে চেষ্টা করতে থাকে। ১৯৩১- এর অক্টোবরে ঢাকায় ম্যাজিস্ট্রেট ডুরানোর উপর গুলি চালিয়ে গ্রেপ্তা হয়েছেন মেজভাই সুনীল দাস। অনিলের বিরুদ্ধেও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। কিন্তু পুলিশ তাঁর বাড়ি ঘেরাও করলেও তাঁকে তখন ধরতে সক্ষম হয়নি- কারণ তিনি আত্মগোপন করে যান আগে থাকতেই। পরবর্তী বৈপ্লবিক পরিকল্পনা সফল করতে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯৩০-এর ১০ মে ভৈরববাজারে বিপ্লবীদের দ্বারা এক ট্রেন দুঃসাহসিক ডাকাতি সংঘটিত হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন আপাত শান্ত অনিল দাস। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে তাদের খাতায় লিপিবদ্ধ এই হার্ডকোর টেররিস্ট'কে ধরতে। সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই ৬ জুন পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে বরিশাল যাওয়ার পথে বিক্রমপুরের তালতলা স্টীমার গাটে ট্রেন ডাকাতিপ ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে। এর পর তাঁকে বন্দী করে রাখা হল ঢাকা সেন্ট্রাল জেল ও কুখ্যাত লালবাগ কিলা'তে-। সেখানে চলে তাঁর উপর অকথ্য নির্মম অত্যাচার-- একটা সেলে একা, জল ও খাবার ছাড়া রেখে দিয়ে। এই অমানুষিক অত্যাচারেই ১৭ জুন মারা গেলেন এই অগ্নিসন্তান। এদিন ছেলের সঙ্গে দেখা করার আবেদন মঞ্জুর হলেও দেখা করে দেওয়া হয়নি মা কিরণবালাকে। প্রথমে জানানো হয়েছিল ছেলে ভালো আছে। পরে জানানো হল ছেলে মারা গেছে। আকস্মিক এ ঘটনার অভিঘাতে শোকার্ত মায়ের অসহায় অশ্রপাত। যদিও তাঁর পুত্রশোক এখানেই শেষ নয়। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁকে দ্বিতীয়বার পুত্রহারানোর যন্ত্রনা নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল। পরের বছরেরই একেবারে গোড়ায় অনিল দাসের কনিষ্ঠতম ভ্রাতা বিপ্লবী পরিমলও পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে ঢাকার উয়ারীর কাছে চলন্ত ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে মারা যান। এর পরেও হতভাগ্য পরিবারের একমাত্র কন্যা লতিকা সেন দোস), সাংসদ ডাক্তার রণেন সেনের স্ত্রী, ধিনি এমনই আবহে ১৬ বছর বয়সে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে আশ্রয় নেওয়া বালির ননীবালাদেবী বিপ্রবের দীক্ষা গ্রহণ করলেন ভরাতুষ্পুত্র বিপ্লবী অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। এরপর অমর চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বাসস্থানে গোপন আশ্রয়ে রেখেছিলেন। ভারত- জার্মান যড়যন্ত্রের খবর ফাঁস হয়ে পড়লে টেগার্টের পুলিশ হন্যে হয়ে তল্লাসি শুরু করলে অমর চট্টোপাধ্যায় পালিয়ে যেতে সমর্থ হলেও ধরা পড়ে গেলেন রামচন্দ্র মজুমদার। তিনি গ্রেপ্তার হওয়ার আগে সতীর্থ কারোকে বলে যেতে পারেননি রডা কোম্পানির একটা "সার" পিস্তল কোথায় লুকিয়ে রেখে গেছেন। তখন বিধবা প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে জেনে এলেন গুপ্ত পিস্তলের হদিস, যা সেইসময় এক বাঙালি বিধবার পক্ষে আদৌ সহজ ছিল না। ননীবালা দেবী যে রামবাবুর স্ত্রী নন পুলিস সেকথা পরে জানলেও তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করেনি কোন কারণবশতঃ । এরপর চন্দননগরে বিপ্লবীদের গোপন আশ্রয়স্থল হিসেবে বাড়িভাড়া নিলে সেখানেও গৃহকত্রী হিসেবে আসেন ননীবালা দেবী, যে গোপন ছেলে নিবারণ সাতটা মশার পিস্তল এনে লুকিয়ে রাখতে দিল তাঁকে। কোনভাবে খবর পেয়ে ১৯১৭'র চালালে সেই সাতটি মশার পিস্তল পাওয়া যায়। কিন্তু শত জেরাতেও তাঁর মুখ থেকে পুলিশ জানতে পারল না কে দিয়েছিল তাঁকে এ দেওভোগ গ্রামে চলে গেলেন। সেখানে মাস দুয়েক কাটানোর পর পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে গেলেন ক্ষীরোদাসুন্দরাকে নিয়ে চলে যেতে হল সরিষাবাড়ী, কারণ ইতিমধ্যে যাদুগোপাল মুখার্জি ও নেতৃস্থানীয়দের ধরতে টেগার্টের পুলিশ একেবারে হন্যে। পুলিশের হাতে গ্রেফতার ও হয়রানি এড়াতে এইভাবে ডেরা বদল করে করে জামালপুর সিরাজগঞ্জ ধুবড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থণে বসবাস করতে হয়েছিল। ধুবড়ীতে ছন্নবেশে একটা ভাতের হোটেল খুলেছিলেন বিপ্লবীরা নিজেদের গোপন ডেরা স্থাপনের উদ্দেশে। সব জায়গায় ক্ষীরোদাসুন্দরীই ছিলেন মা এবং গৃহকত্রী। তবে পুলিশের নজর এড়াতে শেষ পর্যন্ত বিপ্রবীরা ক্ষীরোদাসুন্দরীকে কাশী পাঠিয়ে দিলেন-পরে অবশ্য কাশী থেকে ময়মনসিংহে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছলে পুলিশ বাড়ি ঘিরে খানাতল্লাসী ও জেরা করে। কিন্তু সন্দেহজনক তেমনকিছু খুঁজে পায়নি সেবাড়ি থেকে বা ক্ষীরোদাসুন্দরীর মুখ থেকে কোন কথা বার করতে পারেনি।

সেদিনে সামজিক শৃঙলে আবদ্ধ সেই মহিয়সী নারীদের এই দুঃসাহসিক অভিযান ও অতুলনীয় পিস্তলগুলি। গ্রাম্যবধূ দু'কড়িবালা দেবী কোলের শিশুকে বাড়িতে রেখে দিয়ে চলেগেলেন পুলিশের সাথে। বিচারে দু'কড়িবালা দেবীর সাজা হয় দুবছরের সশ্রম কারাদণ্ড-নিবারন ঘটকের হয় পাঁচ বছরের কারাদণ্ড। বন্দী জীবনের অসহ্য পরিবেশের মধ্যে থেকে প্রতিদিন আধমন ঢেলভাঙার কাজ করতে থাকা দু'কড়িবালা দেবী তাঁর বাবাকে চিঠিতে লিখলেন যে তিনি ভালোই আছেন, তাঁর জন্য যেন তাঁরা চিন্তা না করেন-শুধু বাচ্চাদের যেন তাঁরা দেখেন-শিশুরা যেন না কাঁদে।

এমনই ছিলেন তখনকার দিনের অগ্রগামী নারী সৈনিকেরা- মুক্তি পেলেন ১৯১৮য়।

প্রায় অনুরূপ কাহিনী বিপ্লবী ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবীর। বিপ্লবী ক্ষিতিশ চৌধুরী ছিলেন তাঁর দেবর- পুত্র। ক্ষিতিশ এবং ময়মনসিংয়ের বিপ্লবী নেতা সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ ক্ষীরোদাসুন্দরীকে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান "যুগান্তর"এ অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ১৯১৬- র৩০ জুন কোলকাতার গোয়েন্দা পুলিশের ডি এস পি বসন্ত চ্যাটার্জি হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সুরেনরমোহন ঘোষ ও ক্ষিতীশ আশ্রয়ে রইলেন একটা বাড়ি ভাড়া করে। সেখানে ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবীর ভূমিকা ছিল মা ও গৃহকত্রীর। পরে সেখানে এসে আশ্রয় নিলেন বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখাজী ও নলিনীকান্ত করও। বাড়িটি পুলিশক্লাবের কাছে থাকলেও অনেকদিন পর্যন্ত পুলিশ কোন হদিশ পায়নি গোপন ও ডেরার। তাই বিপ্লবীরা কিছুদিন সেখানে 'মা' ক্ষীরোদাসুন্দরীর বদান্যতায় নিরাপদে পলাতক হিসেবে কাটালেন সেখানে। কিন্তু একদিন বিপ্লবীরা জানতে পারলেন তাদের সম্বন্ধে পুলিশি তৎপরতার খর। তখন তারা মা ক্ষীরোদাসুন্দরীকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জের দেওভোগ গ্রামে চলে গেলেন। সেখানে মাস দুয়েক কাটানোর পর পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে গেলেন সরিষাবাড়ী, কারণ ইতিমধ্যে যাদুগোপাল মুখার্জি ও নেতৃস্থানীয়দের ধরতে টেগার্টের পুলিশ একেবারে হন্যে। পুলিশের হাতে গ্রেফতার ও হয়রানি এড়াতে এইভাবে ডেরা বদল করে করে জামালপুর সিরাজগঞ্জ ধুবড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থনেন বসবাস করতে হয়েছিল। ধুবড়ীতে ছন্নবেশে একটা ভাতের হোটেল খুলেছিলেন বিপ্লবীরা নিজেদের গোপন ডেরা স্থাপনের উদ্দেশে। সব জায়গায় ক্ষীরোদাসুন্দরাই ছিলেন মা এবং গৃহকত্রী। তবে পুলিশের নজর এড়াতে শেষ পর্যন্ত বিপ্লবীরা অবশ্য কাশী থেকে ময়মনসিংহে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছলে পুলিশ বাড়ি ঘিরে খানাতল্লাসী ও জেরা করে। কিন্তু সন্দেহজনক তেমনকিছু খুঁজে পায়নি সেবাড়ি থেকে বা ক্ষীরোদাসুন্দরীর মুখ থেকে কোন কথা বার করতে পারেনি। সেদিনে সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ সেই মহিয়সী নারীদের এই দুঃসাহসিক অভিযান ও অতুলনীয় কীর্তি পদচিহ্ন রেখে গেছে ভবিষ্যৎ কালের জন্য। কিন্তু আজকের মত দিনে আবার এই প্রশ্নটিও মনে জাগে -সেই অগ্নিসন্তানদের এমন অতুলনীয় আত্মবলিদানের কাহিনী কি বর্তমান যুগে আর তেমন অনুপ্রেরনা যোগায় না! অনিল দাস বা তাঁদের মত অক্রেশে আত্মোৎসর্গীকৃত মহাপ্রাণদের ও ননীবালা দেবীদের মত বিপ্লবী সর্বত্যাগীদের কথা, কিংবা এই বিপ্লবীদের পরিবারের অবদানের কথা আজ ক'জনইবা জানেন বা কতটুকুই চর্চিত হয় সেই অগ্নিসন্তনদের মহাজীবনের কথা। দুর্ভাগ্যের, আজকের প্রজন্মের অধিকাংশ উদাসীন, দেশকে মাতৃভূমি জ্ঞানে সেই অকল্পনীয় আত্মত্যাগ সম্বন্ধে। তারা জানে না, হয়ত জানার উদ্যোগ ও জানানোর সদিচ্ছার অভাবে, দেশমাতৃকার পরাধীনতার স্বেচ্ছাবলম্বিত সেই দুঃসাহসিক ও অতুলনীয় আত্মোৎসর্গের কাহিনী। হয়ত এও সত্য যে আজকের ভোগসর্বস্ব সমাজে ভোট রাজনীতির আবর্তে এবং রঙ্গীন প্রচারের দৌলতে দ্রুতধাবমান আত্মবিস্মৃত এ জাতি আদর্শবাদের প্রতি উদাসীন-এবংযাঁদের চরম আত্মত্যাগে আত্মোৎসর্গে প্রাপ্ত এ স্বাধীনতা তাঁদের অবদানের সঠিক মূল্যায়নেও। অন্যদিকে স্বাধীনোত্তর দেশের শাসকের অভিরুচি অনুসারে রচিত দেশের ইতিহাসেও যথার্থ স্থান পায়নি দেশের স্বাধীনতা অর্জনে অতুলনীয় আত্মত্যাগের সে কাহিনী। জনসাধারনকে তো জানতে, দেওয়া হয়নি-হয় না স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃত সে ইতিহাস। কিন্তু

দেশগড়ার ভবিষ্যতের স্বপ্ন সার্থক করতে দেশের ইতিহাস অতীতকেও তো জানা প্রয়োজন। আজকের এই পুণ্যলগ্নে সেই মহান আত্মত্যাগী সংগ্রামী শহিদদের এবং চরম ঝুঁকি নিয়েও তাঁদের আশ্রয়দাত্রী মাতৃসমা মহিয়সীদের স্মরণে নিবেদিত হোক বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সেই স্বাধীনতা সূর্য আবার উদিত হয়েছিল আজ থেকে ছিয়াত্তর বছর আগে এদিনে খণ্ডিত এ ভারত ভূমিতে। তবে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ও মধ্যরাতে লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনে উদযাপিত সে স্বাধীনতা অর্জনেরও রয়েছে পূর্ববর্তী সংগ্রামের দীর্ঘ এক ইতিহাস-যা অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা, দুঃখ কষ্টে সম্পৃক্ত। কত বীর সন্তান জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য অনুভবে নিঃশেষে দিয়েছে প্রাণ প্রিয় দেশমাতার শৃঙ্খল মোচনে। তাঁদের স্বদেশব্রতের মহান দীক্ষায় দীক্ষিত কত বিপ্লবী রক্তে রাঙ্গা এ অধ্যায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকায় 'নাখোশ' ভারত

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২০।। বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারকে অস্থিতিশীল করতে যুক্তরাষ্ট্র যে ভূমিকা রাখছে, তা প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতসহ পুরো দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তার জন্য ইতিবাচক নয়।

এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতের কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি সংবাদমাধ্যম। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ভূমিকায় ভারত খুশি নয়, এই বার্তা ওয়াশিংটনকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। নয়াদিল্লির মতে, ওয়াশিংটনের মতো ভারতও ঢাকায় সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন চায়। তিন সপ্তাহ পরে নয়াদিল্লিতে জি-২০ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে একই মঞ্চে বসবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার আগে ভারতের এই বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। সাউথ ব্লক (ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) মনে করে, জামায়াতে ইসলামীকে 'রাজনৈতিক ছাড়' দেওয়া হলে অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা মৌলবাদের দখলে চলে যাবে। নয়াদিল্লি মনে করে, বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকার দুর্বল হলে তা ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র কারো জন্যই সুখকর হবে না। একাধিক বৈঠক করে যুক্তরাষ্ট্রকে সে কথা জানিয়েছে তারা। কূটনৈতিক মহল বলছে, আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্র সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেই গোটা অঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েছে। তালেবান এখন আফগানিস্তানের ক্ষমতার শীর্ষে। ভারতের উত্তরপূর্ব সীমান্ত অঞ্চল বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে। মনে করা হচ্ছে, আফগানিস্তানের নারী, শিশু এবং সংখ্যালঘুদের কথা বিবেচনা না করেই যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে চুক্তি করে নিয়েছিল, এখন যার ফল ভুগতে হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মনে করছে কাবুলের পাশাপাশি ভারতের অন্য প্রতিবেশী সম্পর্কে আমেরিকার নীতিও নয়াদিল্লির জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে অস্বস্তি বাড়াচ্ছে। ভারতের সঙ্গে দীর্ঘতম স্থলসীমান্ত রয়েছে বাংলাদেশের। ফলে বাংলাদেশের যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতি ভারতেও প্রভাব ফেলে। এতে বলা হয়, নয়াদিল্লি এ কথাই বাইডেন প্রশাসনকে জানিয়েছে যে জামায়াতকে আস্কারা দিলে একদিকে যেমন ভারতের আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাস বাড়তে পারে, তেমনই চিনের প্রভাব বাংলাদেশে অনেকটাই বেড়ে যাবে, যা ওয়াশিংটনের কাম্য নয়। মনে করা হচ্ছে, আমেরিকা জামায়াতকে বরাবর রাজনৈতিক ইসলামিক সংগঠন হিসাবেই দেখানোর চেষ্টা করে। মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে তাকে তুলনা করে আমেরিকা। তবে নয়াদিল্লির মতে, জামায়াত উগ্র মৌলবাদী সংগঠন। তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক রয়েছে। শুধু বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করেছে বাইডেন প্রশাসন। সূত্র জানিয়েছে, নয়াদিল্লি মনে করছে এই ভিসানীতি বাস্তবায়ন আদৌ উচিত হবে না। বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন যারা বানচাল করার চেষ্টা করবে, নতুন এই ভিসানীতির ফলে তারা যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে পারবে না। ভারতের কূটনৈতিক শিবির মনে করছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন সরাসরি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাক গলাতেই নিজের দেশের আইন প্রয়োগ করে বাংলাদেশের জন্য পৃথক ভিসানীতি গ্রহণ করলো।

সম্প্রতি বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লি গিয়ে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব তথা দেশটির কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করে গিয়েছেন। সেখানে তারাও বার্তা দিয়েছেন, আঞ্চলিক স্থিতি বজায় রাখার প্রশ্নে বিএনপি ও জামায়াত বিপজ্জনক। সেখানে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে বিএনপি-জামায়াত জোট বিপজ্জনক বলেও বার্তা দিয়েছেন তারা।

প্রতিনিধিদলের নেতা কৃষিমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে ইতিবাচক বৈঠক করেছেন। সেই বৈঠকের পরপরই তিনি বলেন, আমরা ভারতকে বলেছি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা উভয় দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার বাংলাদেশের মাটিকে ভারত বিরোধী কার্যকলাপে ব্যবহার করতে না দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নরেন্দ্রপুরে উদ্ধার এক ব্যক্তির দেহ, হাতুড়ি দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন

নরেন্দ্রপুর, ২০ আগস্ট (হি. স.) : মাথায় হাতুড়ি দিয়ে মেরে খুনের অভিযোগ। রাস্তার পাশ থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির দেহ। ঘটনাস্থলের পাশ থেকে উদ্ধার রক্তমাখা হাতুড়িও। ইতিমধ্যে হাতুড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। মাথায় হাতুড়ি জাতীয় জিনিস দিয়ে মারার আঘাতের চিহ্ন আছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার খেয়াদহ ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হরপুরের বাসিন্দা সুফল নস্কর। শনিবার দুপুরে তিনি জমিতে সার দেওয়ার কাজ করছিলেন। এলাকার অনেক বাসিন্দাই তাকে জমিতে সার দিতে দেখেন। তারপরেই তার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।পরিবারের লোকের দাবি জায়গা জমি সংক্রান্ত ঝামেলা চলছিল। বিষয়টি পঞ্চায়েতে বসে মিটমাট করারও চেষ্টা করা হয়। তারমধ্যেই এই খুনের ঘটনা। প্রতিবেশী যাদের সাথে জমিজমা সংক্রান্ত ঝামেলা তারাই এই খুনের ঘটনার সাথে যুক্ত বলে দাবি পরিবারের। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুতে গ্রেফতার আরও এক প্রাক্তনী, ছেলে জড়িত হলে কড়া শাস্তি চান ধৃত জয়দীপের বাবা

কাটোয়া, ২০ আগস্ট (হি.স) : যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন আরও এক প্রাক্তনী। ঘটনার রাতে (৯ আগস্ট) যাদবপুর মেন হোস্টেলের গেট আটকে পুলিশকে কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে শনিবার রাতে যাদবপুরের প্রাক্তনী জয়দীপ ঘোষকে গ্রেফতারর করে যাদবপুর থানায় পুলিশ। তার বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের কাঁদরা স্টেশন রোডের কাছে। পরিবারের কেউই বিশ্বাস করতে পারছেন না যে এধরনের নৃশংস ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন তাঁদের ছেলে। তবে যদি সত্যিই ছাত্রমৃত্যু বা পুলিশকে বাধা দেওয়ার মতো ঘৃন্য কাজের সঙ্গে জয়দীপের যোগাযোগ প্রমাণিত হয়, তবে তার কঠোর শাস্তি চান বাবা বংশীলাল ঘোষ।

'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিষয়ের ছাত্র জয়দীপ ২০২১ সালে যাদবপুর থেকে পাস করে। তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামে। একসময় চায়ের দোকানে কাজ করতেন জয়দীপের বাবা বংশীলালবাবু। পরে বাড়ি লাগোয়া মিষ্টির দোকান খুলেছেন। অর্থের অভাবে নিজে বেশিদূর পড়াশোনা করতে পারেননি, কিন্তু দুই ছেলেকে উচ্চশিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। ছেলেরাও বাবার স্বপ্ন অনেকাংশ পূর্ণ করেছেন। বড় ছেলে শুভদীপ যাদবপুর থেকেই তুলনামূলক সাহিত্যে স্নাতকোত্তর করেছেন। নেটও পাস করেছেন। আপাতত টিউশন করেন। আপাতত দুই ভাই যাদবপুর থানার অন্তর্গত বিক্রমগড়ে আলাদা বাড়িতে ভাড়া থাকেন। তাঁদের মা উত্তরাদেবী দীর্ঘদিন ধরে নার্ভের অসুখে ভুগছেন। একেবারে শয্যাশায়ী। ছেলেদের ভাড়াবাড়ি বা মেসে রেখে তাঁর চিকিৎসা করানো হত। ৯ আগস্টের রাতের ঘটনা সম্পর্কে জয়দীপ বাড়িতে জানিয়েছিলেন বলে দাবি বাবা বংশীলাল ঘোষের। তিনি বলছেন, হস্টেলে খারাপ ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রটির যাতে ভাল চিকিৎসা হয়, তার জন্য হাসপাতালেও নিয়েছিলেন জয়দীপ। বাবার সঙ্গে নিয়মিত কথা হত ছেলের। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি চান বলেও বাবাকে জানিয়েছিলেন জয়দীপ। গত ১৭ আগস্ট কেতুগ্রামের বাড়িতে ফিরেছিলেন। কিন্তু ১৮ আগস্টও ফের কলকাতায় ফিরে আসেন। কারণ সংবাদমাধ্যম মারফত তিনি জানতে পারেন, পুলিশ তাঁকে ডাকতে পারে। এরপর ১৯ আগস্ট রাতে ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানতে পারেন বংশীলাল ঘোষ। তাঁর কথায়, "ছেলে কোনওভাবেই এধরনের কাজে যুক্ত থাকতে পারে না। আর যদি সত্যিই যোগসাজশের প্রমাণ মেলে তাহলে ছেলের কড়া শাস্তি হোক।"

জয়দীপের বিরুদ্ধে অভিযোগ যাদবপুর এলাকার বিক্রমগড়ে ভাড়া থাকা সত্ত্বেও হস্টেলে বেআইনিভাবে প্রায়শই থাকত সে। ঘটনার রাতে নিজেই কয়েকজনকে নিয়ে তিনি গেট বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে অভিযোগ। রাতে হস্টেলে ঢুকতে দেওয়া হয় পুলিশকেও। জয়দীপের গ্রেফতারের পর যাদবপুরকাণ্ডে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৩।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়কে হেনস্তা করা হয়েছিল। সেই সময় জয়দীপ ঘোষ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। এমনকী, ছাত্র আন্দোলনের একেবারে সামনের সারির সদস্য ছিলেন তিনি। এসএফআইয়ের সক্রিয় সদস্য প্রাক্তনী জয়দীপের আনাগোনা ছিল হস্টেলেও। তবে কি সত্যিই পুলিশকে বাধা দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত শান্তশিষ্ট জয়দীপ? উত্তর খুঁজছে কেতুগ্রামের কাঁদরা এলাকার বাসিন্দারা।

হাওড়া শাখায় রবিবার বাতিল ১৪ টি লোকাল ট্রেন

হাওড়া, ২০ আগস্ট (হি.স.) : রবিবার হাওড়া ডিভিশনে ১৪টি লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে। ট্রেন পরিচালনায় ট্র্যাক, সিগন্যাল, ওভারহেড ইলেকট্রিফিকেশন সহ একাধিক ক্ষেত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রবিবার ওই ডিভিশনে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির জরুরি মেরামতির কাজ চলবে। রেল সূত্রের দাবি, ধারাবাহিক এই সংস্কার কাজ চালানো হলে ট্রেন পরিষেবা আরও মসৃণ হবে। যার জেরে ট্রেন লেট হওয়ার হার কমবে। ট্রেনের সার্বিক সময়ানুবর্তিতার উন্নতি হবে। এই কাজের জন্য লাইনে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রাখতে হবে। যার জেরে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড, হাওড়া-ব্যান্ডেল-নৈহাটি, বর্ধমান-হাওড়া, খানা-গুমানি সেকশনে ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হবে। বাতিল ট্রেনগুলির নম্বর হল — হাওড়া থেকে ৩৬৮২৫, ৩৬৮২৭, ৩৭৮২৭ ও ৩৭৬১১। বর্ধমান থেকে ৩৬৮৪২, ৩৬৮৪৪, ৩৭৮৪২ এবং ০৩৫১৫। ব্যান্ডেল থেকে ৩৭৫৩৬ ও ৩৭৫৩৮। নৈহাটি থেকে ৩৭৫৩৫ ও ৩৭৫৩৭। পান্ডুয়া থেকে ৩৭৬১২ এবং আসানসোল থেকে ০৩৫১৪।

আবগারি দফতরের অভিযানে বিপুল পরিমাণ মদ উদ্ধার, গ্রেফতার ৬

রাঁচি, ২০ আগস্ট (হি.স) : আবগারি দফতর অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মদ উদ্ধার করেছে। ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে, আবগারি দফতরের একটি দল রাঁচির তাতিসিলওয়ে, কাঁকে এবং জগন্নাথপুর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে অবৈধ মদ উদ্ধার করেছে। মদ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতরা বেআইনি মদের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল বলে জানা গিয়েছে। আবগারি বিভাগ অভিযান চালিয়ে ৬০০ লিটার অবৈধ মদ, ১২০০০ কেজি জাওয়া মহুয়া, ২৪৩ লিটার বিদেশী মদ, বিপুল পরিমাণ কর্ক, ঢাকনা এবং বিদেশী মদের খালি বোতল উদ্ধার করেছে।

আবগারি দফতর তাতিসিলওয়ে থানার অন্তর্গত হোরাবেতে অভিযান চালিয়ে একজনকে গ্রেফতার করেছে। কাঁকে থানার আইটিবিপি রিং রোডে অভিযান চালিয়ে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। সাহু হোটেল, জগন্নাথপুর থানার অন্তর্গত বস্কো নগর এবং জগন্নাথপুর থানার অন্তর্গত প্রেমনগর সিং মোড়ে অভিযান চালিয়ে একজনকে গ্রেফতার করেছে।

আবগারি দফতরের এক কর্মকর্তা ললিত সোরেন রবিবার জানান, পণ্য সহকারী কমিশনারের নির্দেশে শনিবার রাত থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত অভিযান চালানো হয়।

দখল বিরোধী অভিযান চালিয়ে পুলিশ দিল্লির রানি ঝাঁসী রোডে দুটি উপাসনালয়ের দেওয়াল ভাঙে

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স) : দখল বিরোধী অভিযান চালাতে গিয়ে গণপূর্ত দফতর রবিবার পিপলেশ্বর হনুমান মন্দির এবং মামু-ভাঞ্জে মাজারের সামনের দেওয়াল ভাঙে। জাতীয় রাজধানীর ঝান্ডেওয়ালা এলাকার রানী ঝাঁসী রোডে এই দখল বিরোধী অভিযানটি চালানো হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে এই অভিযান চালানো হয়। রাস্তা প্রশস্ত করতেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় বলে জানা গিয়েছে। অভিযান চালানোর সময় পুলিশ রানি ঝাঁসী মার্গে ঝান্ডেওয়ালা মাতার মন্দিরের দিকে যাওয়ার পথ পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের জানিয়েছে, গণপূর্ত দফতরের জেসিবি সহ প্রচুর সংখ্যক পুলিশ এবং সিআরপিএফ কর্মী সকাল ৪টে নাগাদ ঘটনাস্থলে এসে দখল অভিযান শুরু করে। প্রায় সাত ঘণ্টা ধরে চলে দখল বিরোধী অভিযান। এই রুট সাধারণত খুব ব্যস্ত। এই দুটি উপাসনালয়ের কাছে অবৈধ নির্মাণের ফলে সন্ধ্যায় এই এলাকায় ট্র্যাফিক পরিচালনা করা দিল্লি পুলিশের কাছে খুবই দুরূহ হয়ে উঠেছিল।

মুর্শিদাবাদে বিস্ফোরণ, উড়ল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ছাদ

সামশেরগঞ্জ, ২০ আগস্ট (হি.স) : রাজ্যে বিস্ফোরণের ধারা অব্যাহত। রবিবাসরীয় সকালে বিস্ফোরণের তীব্রতায় মুর্শিদাবাদ রঘুনাথগঞ্জের আইসিডিএস সেন্টারের ছাদ। রবিবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি বন্ধ থাকায় বড়সড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে। এদিন সাতসকালে মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের লক্ষ্মীজোলায় বন্ধ আইসিডিএস সেন্টারে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

রবিবার সাতসকালে মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের লক্ষ্মীজোলায় বন্ধ আইসিডিএস সেন্টারে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বোমা বিস্ফোরণের তীব্রতায় আইসিডিএস সেন্টারের ছাদ উড়ে যায়। আইসিডিএস সেন্টারটি বন্ধ থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। যদিও আইসিডিএস সেন্টারটির মূল ভবনটি বন্ধ থাকলেও বাইরে শিশুদের ক্লাস হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, এদিন বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে।

মর্মান্তিক ! চাঁদের মাটিতে ভেঙে পড়ল রুশ মহাকাশযান লুনা-২৫

মস্কো, ২০ আগস্ট (হি.স.) : আর এক ধাপ পেরোলেই চাঁদ ধরে ফেলত নিশ্চিত। তবে চাঁদের একেবারে কাছাকাছি গিয়েও শেষ রক্ষা হল না রাশিয়ার মহাকাশযান লুনা-২৫-এর। মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে ভেঙে পড়ল রুশ মহাকাশযান লুনা-২৫।

বেশি তাড়াহুড়োতে গতি বাড়াতে গিয়েই বাড়ল বিপদ। চাঁদের শেষ কক্ষপথেই থমকে থেমে গেল রুশ চন্দ্রযান লুনা-২৫। রুশ মহাকাশ গবেষণা সংস্থা রসকসমসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শেষ মুহূর্তে লুনায় যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছে। অবশেষে রবিবারই চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়ল লুনা-২৫। আগামীকাল, সোমবার চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে লুনার নামার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই ঘটল এই ঘটনা।

উত্তরাখণ্ডে বর্ষায় ১ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি, রাজ্যে ২৪ তারিখ পর্যন্ত সতর্কতা জারি

দেহরাদুন, ২০ আগস্ট (হি.স) : উত্তরাখণ্ডে এবছর বর্ষার ফলে রাজ্যে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর । উত্তরাখণ্ডে ঘন ঘন ভূমিধস এবং পাথর ধসের ফলে মানুষের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। রাজ্যে ৪টি সীমান্ত সড়ক সহ মোট ২২১টি রাস্তা বন্ধ রয়েছে, সেগুলি খোলার কাজ চলছে। আবহাওয়া দফতর ২৪ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে কমলা এবং হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। রাজ্যে শুরু থেকেই সক্রিয় ছিল বর্ষা। তার ফলে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় বহুবার সরকারকে চারধাম যাত্রা তীর্থযাত্রীদের জন্য বন্ধ করতে হয়েছে।

রাজ্যে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের কারণে বিপর্যয় পরিস্থিতির ফলে রাজ্যের জনজীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উত্তরাখণ্ডে প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুণ নদী-নালার অবস্থা শোচনীয় হওয়ার ফলে মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। ভূমিধসের কারণে সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। দেরাদুনের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে ভূতাত্ত্বিকদের দল দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জখান গ্রামের চারপাশে গবেষণা করেছে। অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে বৃষ্টির জল মাটিতে ঢুকে এই ঘটনা ঘটে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী পশুলোক ব্যারেজ থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে ঋষিকেশ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুণ ১৫ জুন থেকে রাজ্যে ৭৮ জন প্রাণ হারিয়েছে এবং ৪৮ জন আহত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১৮ জন নিখোঁজ রয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের জারি করা পূর্বাভাস অনুযায়ী রবিবার হরিদ্বার এবং উধম সিং নগর বাদে, বাকি ১১টি জেলায় ভারী বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রাজ্যের দেরাদুন, পাউরি গাড়ওয়াল, বাগেশ্বর, চামোলি, নৈনিতাল জেলাগুলিতে ২১ এবং ২২ আগস্টের জন্য কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে এবং অন্যদের জন্য হলুদ সতর্কতা অব্যাহত রয়েছে। ২৩ এবং ২৪ আগস্ট রাজ্য জুড়ে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এদিন সাতসকালে মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের লক্ষ্মীজোলায় বন্ধ আইসিডিএস সেন্টারে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী দুর্যোগে সচিব রঞ্জিত কুমার সিনহা হিন্দুস্থান সমাচারকে বলেছেন বর্ষা এখনও সক্রিয় এবং ক্ষয়ক্ষতি বিভাগ অনুসারে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। বর্ষার পর ক্ষতিপূরণের শর্তে সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে। কেন্দ্রীয় দল রাজ্যে অতিবৃষ্টিতে ক্ষয়ক্ষতির হিসাবও নিয়েছে। এখন পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা। চূড়ান্ত পরিসংখ্যান আসার পরে, সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠানো হবে। সমীক্ষার জন্য সমীক্ষা দলটিকে দেরাদুনের জাখানে পাঠানো হয়েছে, রিপোর্ট অধ্যয়ন করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যোরহাটের খাদান থেকে অবিরাম তেল নির্গমণ, ক্ষতিগ্রস্ত শ শ বিঘা কৃষিভূমি

যোরহাট (অসম), ২০ আগস্ট (হি.স.) : যোরহাট জেলার অন্তর্গত মরিয়নির একটি খাদান থেকে অবিরাম তেল নির্গমণ হচ্ছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে শ শ বিঘা কৃষিভূমি।

মুম্বাইয়ের অয়েল ম্যাক্স নামের এক তেল কোম্পানি জেলার মরিয়নি চেলেংহাটে অবস্থিত আমগুড়ি ফিল্ডের অধীন ৫ নম্বর তেল খাদানে সংঘটিত হচ্ছে এই ঘটনা। খাদান থেকে অবিরত ক্রুড অয়েল বা কনডেন্সড সেট অয়েল বা কাঁচা তেল নির্গমণ হওয়ার আশপাশ এলাকার উর্বর কৃষিভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এবং যোরহাট জেলা প্রশাসনকে স্থানীয় জনসাধারণ বিষয়টি জানিয়েছেন। এখনও কারও কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। এছাড়া তেল নির্গমণ রুখতে অয়েল ম্যাক্স নামের এক তেল কোম্পানি কর্তপক্ষও কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না বলে তাঁদের অভিযোগ।

তাঁরা জানান, কৃষি ভূমি ছাড়া টেঙাবাড়ি গ্রামের বেশ কয়েকটি পরিবারের শাক-সবজির খেত পর্যন্ত বাগান পর্যন্ত ক্রুড অয়েল ছড়িয়ে পড়েছে। অইল ম্যাস্ক নামের কোম্পানি এ ক্ষেত্রে চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিচ্ছে, তারা কৃষি ভূমি বা শাক-সবজি খেত থেকে তেল নিষ্কাষণেরও কোনও ব্যবস্থা বা কোনও ধরনের সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এতে যে কোনও সময় তেল খাদানের আশপাশে ভয়ংকর কাণ্ড সংঘটিত হওয়ার আশংকা করছেন স্থানীয়রা।

পদত্যাগ করলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন সুবিনয় চক্রবর্তী

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.) : পদত্যাগ করলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন সুবিনয় চক্রবর্তী। ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে যে আভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল, সেই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন অধ্যাপক সুবিনয়বাবু। পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনার পর তদন্তে নেমে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে আভ্যন্তরীণ কমিটি জানায় র‍্যা গিংয়ের জেরেই মৃত্যু হয়েছে প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার। পুলিশের পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটিও করছিল তদন্ত। সেই তদন্ত চলাকালীন ডিনের এই সিদ্ধান্ত।

ইস্তফা দেওয়ার বিষয়ে সুবিনয় চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এটি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ব্যক্তিগত কিছু কারণে নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন তিনি। প্রসঙ্গত, শনিবার রাত্রিবেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ হন গণিতের অধ্যাপক বুদ্ধদেব সাউ।

২৩ আগস্ট পর্যন্ত অমরনাথ যাত্রা সাময়িকভাবে স্থগিত করল অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড

জম্মু, ২০ আগস্ট (হি.স) : অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড, অমরনাথ যাত্রা ২৩ আগস্ট পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করেছে। অমরনাথ যাত্রার পথে অনেক স্থান মেরামতি ও সারাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে, এই কারণে অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড এই যাত্রা কিছুদিনের জন্য স্থগিত রেখেছে।

রবিবার অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, যাত্রার বেশ কয়েকটি সংবেদনশীল রাস্তা বর্তমানে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও) মেরামত করছে। এরফলে পবিত্র গুহামুখী উভয় ট্র্যাকে তীর্থযাত্রীদের চলাচল কমে গিয়েছে। শ্রাইন বোর্ড জানিয়েছে এই রুটটি এখন অমরনাথ যাত্রার জন্য একদমই উপযুক্ত নয়। এই কারণে ২৩ আগস্ট থেকে উভয় রুটে যাত্রা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। এই বছর ৬২ দিনের অমরনাথ যাত্রা পয়লা জুলাই শুরু হয় । ৩১ আগস্ট ছড়ি মোবারক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই যাত্রা সমাপ্ত হওয়ার কথা। অনন্তনাগ জেলার পাহালগাম ট্র্যাক এবং গান্দেরবাল জেলার বালতাল উভয় রুট থেকে যাত্রা একই সঙ্গে শুরু হয়েছিল। এবছর এখনও পর্যন্ত ৪ লক্ষ ৪০ হাজারের বেশি তীর্থযাত্রী অমরনাথ দর্শন করেছেন। -

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

রাতের খাবার থেকে পরিমাণ মতো ক্যালরি গ্রহণ করা দরকার

রাতের খাবার থেকে পরিমাণ মতো ক্যালরি গ্রহণ করা দরকার। বিষয় হল, ক্যালরি গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো মাপ নেই। মানুষের জীবনধারনের পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা ঠিক করতে হয়।

তবে রাতের খাবার থেকে একটু হিসাব করেই ক্যালরি গ্রহণ করা দরকার। বিশেষ করে যারা ওজন কমানোর লক্ষ্যে রয়েছেন। কারণ দিনের শেষে বেশিরভাগ সময়ই ভারি খাবার খাওয়া হয়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ম্যাকেঞ্জি বার্জেস এক্ষেত্রে বলেন, "শারীরিক অবস্থা আর পুষ্টির চাহিদার ওপর ভিত্তি করে একেকজনের ক্যালরি গ্রহণে মাত্রা একেক রকম হয়।"

পপসুগার ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে কলোরাডোর এই পুষ্টিবিদ আরও বলেন, "একজন বডিবিল্ডারের তুলনায় একজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ক্যালরির গ্রহণের মাত্রা এক হবে না। তবে সাধারণভাবে একজন সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে রাতের খাবার থেকে ৫০০ থেকে ৭০০ ক্যালরি গ্রহণ করা উচিত।" এখন এই পরিমাণ ক্যালরির মাত্রা কীভাবে নির্ধারণ করা যায়?

বার্জেস বলেন, "ক্যালরি সব কিছু নয়। স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়াই হবে প্রধান উদ্দেশ্য। সব মিলিয়ে ভারসাম্য থাকবে।"

তিনি আরও বলেন, "যেহেতু রাতের খাবারটা একটু ভারি হয় সেহেতু সেখানে থাকতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেইট, সবজি এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি।"

উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "সেটা হতে পারে চার আউন্স বা আধা কাপ মাছ, আধা কাপ লাল-চালের ভাত, দুই কাপ সবজি অল্প অলিভ অয়েলে রান্না করা। আর এখান থেকেই মিলে যাবে ৫০০ ক্যালরি।" আরও হতে পারে, আধা প্লেট সবজির সঙ্গে কোয়ার্টার মুরগির মাংস। সঙ্গে এক প্লেটের চারভাগের একভাগ শষ্য-জাতীয় খাবার, সেটা হতে পারে ওটস।

"এভাবে ভারসাম্য বজার রেখে খেতে পারলে পেটও যেমন ভরা থাকবে অনেকক্ষণ তেমনি শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টিও পাবে। আবার অতিরিক্ত ক্যালরিও গ্রহণ করা হবে না।" বলেন বার্জেস।

তবে তিনি পরামর্শ দেন, যারা অতি স্থূল তাদের উচিত হবে পেশাদার পুষ্টিবিদের সঙ্গে আলাপ করে খাবারের তালিকা তৈরি করা। কারণ পুষ্টিবিদরা এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তারা একজনের জীবনযাপনের ধরন ও সারাদিন কী খাবার খাচ্ছে কতটুকু পুষ্টি দরকার সব হিসাব করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

আর মনে রাখতে হবে, যারা এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত নয় তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে বোকামী। বার্জেসের কথায়, "ডায়েট' করার ক্ষেত্রে আশপাশে মানুষজন অনেক কথাই বলবে। অনেকে নিজে কোনটা করে উপকার পেয়েছে সেটাও অনুসরণ করতে বলবে। তবে মনে রাখতে হবে একমাত্র পেশাদার পুষ্টিবিদরাই এই ব্যাপারে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন। আর অন্য কোনো সূত্র থেকে তথ্য নিয়ে ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা কমিয়ে খাওয়া শুরু করলে দিন শেষে দুর্বল লাগার পাশাপাশি অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে।"

ডমের সাদা অংশ খাওয়ার প্রতিক্রিয়া

বর্তমান সময়ে স্বাস্থ্যকর চর্বি খাওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। সামুদ্রিক মাছ, বাদাম, এমনকি ডিমের কুসুম ভালো চর্বি সমৃদ্ধ। এসব খাবার পেট ভরা রাখে এবং পরে অতিরিক্ত খাওয়ার পরিমাণ কমায়।

পুষ্টিবিষয়ক ওয়েবসাইট 'ইট দিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, বর্তমানে পুষ্টিবিশেষজ্ঞরা স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। কারণ এগুলো পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ- আধা কাপ পূর্ণ চর্বিযুক্ত দই এবং সঙ্গে বেরি বা বাদাম খাওয়া, আধা কাপ চর্বিহীন দই খাওয়ার চেয়ে ভালো। কারণ চর্বিহীন দই দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে না। ফলে বাড়তি শর্করা যোগ করার অনুভূতি জাগায়।

ডিমের ক্ষেত্রেও বিষয়টা একই। ডিমের কেবল সাদা অংশ খেলে ডিমের কুসুমে থাকা স্বাস্থ্যকর চর্বি, ভিটামিন এ, ডি, ই, কে এবং ভিটামিন বি'য়ের ছয়টি প্রকার বাদ পড়ে যায়।

ডিমের কুসুম প্রয়োজনীয় পুষ্টি 'কোলিন' সমৃদ্ধ যা প্রাকৃতিকভাবেই বিভিন্ন খাবার যেমন- মুরগি, মাছ, আলু ও ভাতেও পাওয়া যায়। গরুর কলিজার পরে, একটা সিদ্ধ ডিম পুষ্টির দ্বিতীয় ভালো উৎস। এছাড়াও ডিমের কুসুম খনিজ, লৌহ ও জিঙ্কের ভালো উৎস।

বাড়তি কোলেস্টেরলের সমস্যা থাকায় অনেকেই ডিমের কুসুম এড়িয়ে চলেন। 'ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)'য়ের তথ্যানুসারে, একটা বড় ডিমের কুসুমে ১৮৭ মি.লি. গ্রাম বা দৈনিক চাহিদার ৬২ শতাংশ কোলেস্টেরল পাওয়া যায়। 'দি সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক'য়ের 'ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্টাল, অকুপেশনাল অ্যান্ড গিওস্পেইশল' বিভাগের করা গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, খাবারে থাকা কোলেস্টেরল ও রক্তের কোলেস্টেরলের মধ্যে সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের 'সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন'য়ের দেওয়া তথ্যানুসারে, ভারি স্যাচুরিইটেড ফ্যাট বা চর্বি-সমৃদ্ধ খাবার যেমন- আইসক্রিম, লাল মাংস এবং মাখন-জাতীয় পেস্ট্রি ইত্যাদি রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়, যা উদ্বেগের কারণ।

মাতৃত্বকালীন মানসিক সমস্যা

সন্তান জন্মদান আনন্দের হলেও এই সময় মায়ের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার নানান পরিবর্তন ঘটে।

মাতৃত্বকালীন ব্যাধিগুলো বিশেষ করে নতুন মায়েদের মধ্যে বেশি দেখা দেয়। এর ফলে উদ্বেগ, বিষণতা ও হতাশাও দেখা দিতে পারে।

শিশুচিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক সেবামূলক ওয়েবসাইট 'প্যারেন্টস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।

প্রসবোত্তর বিষণতা

'পোস্ট পার্টাম ডিপ্রেশন' বা পিপিডি অর্থাৎ গর্ভাবস্থা ও প্রসবের পরে হতাশায় ভোগা একটা মানসিক ব্যাধি। এটা নিরাময়যোগ্য। তাই এর লক্ষণগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

* মৃদু দুঃখীভাব * মনোযোগে অসুবিধা * জীবনে সাধারণ আনন্দ উপভোগ না করা * সন্তানের সঙ্গে বন্ধন স্থাপনে অক্ষমতা।

যাদের অতীতে বিষণতার সমস্যা থাকে তাদের প্রসবোত্তর হতাশার প্রবণতা বেশি। প্রসবের পরে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন হরমোন হ্রাসের কারণে পিপিডি দেখা দিতে পারে।

ডিস্থাইমিয়া বা অবিরাম হতাশা

এক রকমের মানসিক ব্যাধি যা কমপক্ষে দুই বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এটা 'পার্সিস্টেন্ট ডিপ্রেসিভ ডিজঅর্ডার' হিসেবেও পরিচিত।

এই লক্ষণগুলোর মধ্যে দৈনন্দিন কাজের অনিহা, হতাশা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। যে সকল নারীর আগেই 'ডিস্থাইমিয়া' ছিল এই সময় তাদের এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

গর্ভাবস্থা এবং প্রসবোত্তর সাধারণ উদ্বেগ

গর্ভাবস্থা মানসিক চাপ বাড়ায়। এই সময় উদ্বেগ ও দুঃশ্চিন্তা ভোগা স্বাভাবিক বিষয়।

তবে এই সমস্যা গুরুতর ও দীর্ঘস্থায়ী হলে বুঝতে হবে তা 'প্রেগন্যান্সি অ্যান্ড পোস্ট পার্টাম জেনারেল অ্যাংজাইটি'তে রূপ নিয়েছে।

এই সমস্যা দেখা দিলে অস্থিরভাব দেখা দেয়, হৃদস্পন্দন বাড়ে, অনিদ্রা ও চরম দুঃশ্চিন্তা দেখা দেয়।

এমন লক্ষণ দেখা দিলে তা অবহেলা না করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

গর্ভাবস্থা এবং প্রসবের পরে ওসিডি

গর্ভাবস্থা ও প্রসবের পরে ওসিডি বা 'ম্যাটার্নাল অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডার' (ওসিডি) তিন থেকে পাঁচ শতাংশ নারীর ওপর প্রভাব রাখে।

এদের মধ্যে অর্ধেক নারী নিজের শিশুর ক্ষতি সম্পর্কে বেশি উদ্বিগ্ন থাকেন।

কোনো কিছু বারবার করা বা খুঁতখুঁত করাকে 'ওসিডি' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। কোনো বিষয় নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তা করা, একটা কাজ বারবার করা এবং না চাইতেও বিভিন্ন চিন্তা মাথায় আসা 'ওসিডি'র লক্ষণ।

'দি বেবি ব্লুজ'

'বেবি ব্লুজ' এমন একটা অনুভূতি যা মায়েদের মন খারাপ, মেজাজের ওঠা-নামা এমনকি কান্নাভাবের কারণ হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সন্তান জন্মদানের পরে ৮০ শতাংশ নারীর মধ্যে 'বেবি ব্লুজ' দেখা দেয়।

যেহেতু এই লক্ষণগুলো হালকা এবং প্রায়ই দুএক দিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়, তাই 'বেবি ব্লুজ' আনুষ্ঠানিকভাবে মাতৃত্বকালীন মানসিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয় না।

তবে এই লক্ষণগুলো যদি দুই সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয় তাবে তা হতাশার কারণ হতে পারে। তখন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া যাবে না।

চুলের দুর্গন্ধ কিভাবে সুগন্ধে রূপান্তরিত করবেন

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিশেষ অংশ চুল। শুষ্ক, দুর্গন্ধযুক্ত চুল আমরা কেউই পছন্দ করি না। চুলে দুর্গন্ধ হলে তা অনেক সময় বিরক্তির কারণও হয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় কি? আপনারো যদি একই প্রশ্ন থাকে তবে এ প্রতিবেদনটি আপনাকে সাহায্য করবে। চুলের জন্য সুগন্ধযুক্ত বিশেষ সিরাম ও শ্যাম্পু তৈরি করা যায়। এগুলো খুব সহজেই আপনি চাইলে বাসায় তৈরি করতে পারেন। এই চুলের সুগন্ধি বানানো খুব সহজ ও সাশ্রয়ীর পাশাপাশি পুষ্টিকর এবং বিষমুক্তও।

একটি কাচের বাটিতে, ১ টেবিল চামচ ভেষজ তেল নিন। এর সঙ্গে ১০-১২ ফোঁটা প্রয়োজনীয় সুগন্ধি তেল যোগ করুন। পছন্দমতো ল্যাভেন্ডার বা জুঁই ফুলের সুগন্ধি দিতে পারেন। এর পর এর সঙ্গে আধা কাপ পরিশোধিত গোলাপ জল মেশান। ভালোভাবে নাড়ুন এবং একটি স্প্রে বোতলে ঢেলে রাখুন। বাইরে বেরোনোর আগে বা যখনই আপনার মনে হবে 'আপনার চুলে সুগন্ধ ও চমক প্রয়োজন, এটি স্প্রে করুন।

ভেষজ তেল চুলকে ময়েশ্চারাইজ এবং পুষ্ট করে, পাশাপাশি চুলের আগা ফাটা প্রতিরোধ করে। শুধু তাই নয়, এতে থাকা সুগন্ধি তেল চুলের দুর্গন্ধ দূর করে ও চুল পুনর্জীবিত করতে সহায়তা করে। ঘুমাতে যাওয়ার আগে সুগন্ধি ছড়িয়ে নিলে এটি ভাল ঘুমের আমেজ তৈরিতেও সহায়তা করে। অন্যদিকে গোলাপ জল মাথার ত্বকের শুষ্কতার সঙ্গে খুশকি এবং চুলকানি কমায়।

কোন সময় ফল খাওয়া উচিত

খাবার অন্তত এক ঘণ্টা পর ফল খাওয়া উচিত। কারণ খাওয়ার পরেই ফল খেলে খাবারের আগে ফল হজম হয়ে যায়। ফলের পুষ্টিগুণ শরীরে দ্রুত পৌঁছে যায় এবং খাবারের অনেক পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হয় না।

অন্যদিকে, রাতে ঘুমানোর আগে ফল খাওয়ার সবচাইতে খারাপ সময়। কারণ ঘুমানোর আগে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে ঘুম আসবে না। এমনকি রাতের খাবারটাও ঘুমানোর কমপক্ষে দুই ঘণ্টা আগে খাওয়া উচিত। অন্যথায় বদহজম দেখা দিতে পারে।

এছাড়াও অন্যান্য খাবার খাওয়ার পরপরই ফল খাওয়ার মাঝখানে কমপক্ষে এক ঘণ্টার ব্যবধান রাখা উচিত। কারণ এক্ষেত্রেও বদহজম হতে পারে এবং ফলের পুরোপুরি পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হবে না। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগিদের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান হওয়া উচিত অন্যান্য খাবার খাওয়ার আগে কমপক্ষে দুই ঘণ্টা।

আর অন্যান্য খাবারের সঙ্গে ফল খেলে হজম পদ্ধতি ধীর করে দেয়। অর্থাত ফল দীর্ঘসময় পাকস্থলিতে থেকে যায়। যা ফলটির "ফার্মেন্টেশন"র দিকে নিয়ে যেতে পারে। আঁশ বেশি থাকায় ফল এমনিতেই হজম হতে সময় লাগে। অন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে তা আরও ধীরে হজম হয়।

ফলের সর্বোচ্চ পুষ্টি গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ফল খাওয়া উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, দিনে একবাটি তাজা ফল আপনাকে সুস্থ রাখবে। তবে তা খেতে হবে সূর্যাস্তের আগেই।

জানেন কি লেবুর রসে নয়, উপকার বেশি খোসায়!

যে কোন খাবারের স্বাদ বাড়াতে লেবুর কোন জুড়ি নেই। এর সাথে লেবুর আছে সুঘ্রাণ। যা খাবারে তৃপ্তি দেয়। অনেকে আবার সুস্থতার জন্য সকালে লেবু জল পান করে থাকে। তবে আমরা লেবুর রস রেখে খোসাটা ফেলে দেই। কারণ আমরা জানিই না যে এই খোসাতে আছে কত অজানা ও চমতকার সব উপকারিতা। লেবুর রসের চেয়ে ৫-১০ গুণ বেশি ভিটামিন আছে লেবুর খোসায়। লেবু আমাদের স্বাস্থ্য, ত্বক এবং চুলের জন্যেও খুবই উপকারি। খোসাতে আছে ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের মত খনিজ উপাদান, ফাইবার ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ।

চলুন জেনে নেই লেবুর খোসার জাদুকরী উপকারিতা সম্পর্কে।

১. ত্বকের সানবার্ন প্রতিরোধ করতে লেবুর খোসা সরাসরি ত্বকে প্রয়োগ করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। এতে ত্বকের পোড়াভাব সহজেই দূর হয়। পাশাপাশি ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান।

২. লেবুর খোসা হজম শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় খুব সহজেই।

৩. দেহের অতিরিক্ত মেদ কমাতেও লেবুর খোসা অনেক উপকারী।

৪. এতে প্রচুর পরিমাণের ভিটামিন সি থাকায় দাঁতের জন্য বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে। লেবুর খোসা দাঁতের বিভিন্ন অসুখ থেকে রক্ষা করে। হাড়ের বিভিন্ন অসুখ যেমন, পলি আর্থারাইটিস, অস্টিওপরোসিস এবং বিভিন্ন প্রকার আর্থারাইটিস প্রতিরোধ করে।

৫. প্রত্যহ লেবুর খোসা খেলে শরীরে সাইট্রিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যার ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমায়।

৬. লেবুর খোসা শরীর থেকে স্ট্রেস কমাতে সহায়তা করে।

৭. লেবুর খোসাতে আছে সয়ালভেসস্ট্রল কিউ ৪০ ও লিমোনেন্স, যা ক্যান্সারের কোষ ধ্বংস করে, বাকটেরিয়াল ও ছত্রাক সংক্রমণের প্রকোপ কমায়।

৮. আমাদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বজায় রাখে লেবুর খোসা, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং বিভিন্ন হৃদরোগ যেমন স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।

মিষ্টি আলুর রোগ প্রতিরোধে নতুন দিগন্ত

দক্ষিণ কোরিয়ার চুংনাম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি গবেষক হিসেবে গবেষণা করছেন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী নারায়ণ চন্দ্র পাল। মিষ্টি আলুর ভাইরাস ও ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ে গবেষণায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারি প্রতিষ্ঠান 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ক্রপ সায়েন্স'-এর সেরা বিজ্ঞানীর (পোস্টডক্টরাল ক্যাটাগরি) পুরস্কার পেয়েছেন। নিজের কাজ নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন এই গবেষক

মিষ্টি আলুর রোগ প্রতিরোধে নতুন দিগন্ত মিষ্টি আলু উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে, সংরক্ষণে এবং পরিবহনে অনেক ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে ভাইরাস ও ছত্রাক রোগ অন্যতম। আমি মূলত গবেষণা করছি ভাইরাস রোগ কমিয়ে আনা আর ছত্রাক রোগের কারণ নির্ণয়ে। ছত্রাকের কারণে মিষ্টি আলু তিনটি প্রধান রোগে আক্রান্ত হয়। সেগুলো হলো গাছের ঢলে পড়া ও মিষ্টি আলুর পচন, নরম পচা রোগ এবং ব্লু মোল্ড। এ তিনটি রোগের কারণ তিনটি ছত্রাকের বিভিন্ন প্রজাতি। ছত্রাক জীবাণুগুলো হলো যথাক্রমে ফুসারিয়াম , রিজোপাস এবং পেনিসিলিয়াম আবিষ্কৃত তথ্য থেকে জানা যায়, ফুসারিয়ামের চারটি প্রজাতি এবং এগুলোই মিষ্টি আলুর গাছের ঢলে পড়া এবং পচন রোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু আমাদের মলিকুলার ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য পরীক্ষায় দেখা যায়, এর সঙ্গে আরও ২টি প্রজাতি জড়িত। মানে মোট ৬টি ফুসারিয়াম প্রজাতি এই রোগগুলো সৃষ্টি করে। এই রোগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ চারা অবস্থা থেকে সংরক্ষণ পর্যন্ত যেকোনো সময় রোগটি বা রোগগুলো হতে পারে। মিষ্টি আলু দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় না। সাধারণত উন্নত সংরক্ষণাগারে তিন থেকে চার মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় কিন্তু মিষ্টি আলু সংরক্ষণের সময় রিজোপাসের দুটি প্রজাতি সাধারণত রোগ সৃষ্টি করে। এর মধ্যে একটি প্রজাতি দক্ষিণ কোরিয়ায় আগে দেখা গেছে। আমরা দেখতে পেয়েছি আরও একটি প্রজাতি পচা রোগের জন্য দায়ী। এই রোগটি বহু বছর আগে একবার যুক্তরাষ্ট্রে দেখা গিয়েছিল। আবার মিষ্টি আলু সংরক্ষণে হিমাগারে পেনিসিলিয়ামের সংক্রমণ ঘটে। ফলে মিষ্টি আলুতে দেখা যায় ব্লু মোল্ড রোগ। এত দিন মনে করা হতো, এই রোগের জন্য পেনিসিলিয়ামের -কে দায়ী করা হতো। কিন্তু আমরা দেখেছি, পেনিসিলিয়ামের আরও একটি প্রজাতি এ রোগ সৃষ্টি করে। সেই প্রজাতিটির বিস্তারিত মলিকিউলার ও বাহ্যিক গঠন নিরূপণ করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। মিষ্টি আলুর আরও একটি রোগ আছে। সেটা নামে একধরনের জীবাণুর সংক্রমণে হয়। দক্ষিণ কোরিয়ায় জীবাণুটির বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য ও যাবতীয় তথ্য গবেষণার মাধ্যমে বের করেছি আমরা। আমাদের গবেষণার ফল আন্তর্জাতিক বিশ্বের বেশ কয়েকটি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লিখিত চার ধরনের জীবাণুর বিভিন্ন প্রজাতির এক বা একাধিক জিনের আংশিক সিকোয়েন্স করা হয়েছে আমাদের গবেষণায়। জিন সিকোয়েন্স ছাড়া আজকের দিনে আন্তর্জাতিক প্রকাশনা হয় না। পৃথিবীখ্যাত জিনব্যাংক হলো এটি পরিচালনা করে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। আমরা ৬৯টি সিকোয়েন্স সেই জিনব্যাংকে জমা করেছি। এগুলো বিজ্ঞানীদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত। আমাদের পরবর্তী গবেষণা হচ্ছে কৃষকদের হাতে রোগমুক্ত স্টক তুলে দেওয়া। সেটা করতে পারলে সুস্থ মিষ্টি আলুগাছ পাওয়া যাবে। পরবর্তী ধাপে পরবর্তী বছরে হয়তো ভালো কোনো অগ্রগতি দেখতে পাব।

ব্রকলি খাওয়ার উপকারিতাগুলি জেনেনিন

শীতকালীন সবজি ব্রকলি। অনেকটা ফুলকপির মতো দেখতে সবুজ রঙের এই সবজির চাহিদা এখন সর্বত্র। চায়নিজ খাবারের সঙ্গে দেশি খাবারেও ব্যবহৃত হচ্ছে ব্রকলি। কাঁচা বা রান্না করে খাওয়া যায় ব্রকলি।

ওজন কমাতে : ব্রকলিতে ক্যালোরির পরিমাণ কম, তাই অনেক খেলেও ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। ওজন কমানোর জন্য ক্ষুধা লাগলে ব্রকলি খাওয়া যেতে পারে।

সুস্বাদু : সালাদে এবং দেশি বা বিদেশি স্টাইলে রান্না করলে ব্রকলি খেতে অনেক সুস্বাদু মনে হয়।

ক্যান্সার প্রতিরোধ : নিয়মিত ব্রকলি খেলে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা একেবারেই কমে যায়।

পুষ্টিগুণ : ক্যালোরির পরিমাণ কম হলেও ব্রোকলিতে যে ভিটামিন ও খনিজ রয়েছে, তা শরীরের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

হাড় সুস্থ রাখতে : ব্রকলিতে ক্যালসিয়াম বেশি থাকায় হাড় শক্তিশালী ও মজবুত হয়।

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট : ব্রকলিতে ভিটামিন কে, আয়রন আর পটাশিয়ামের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ ফ্ল্যাভিনয়েড, লিউটেন, ক্যারোটিনয়েড, বিটা-ক্যারোটিনসহ উচ্চমানের নানা অ্যান্টি- অক্সিডেন্ট থাকে। এ সময় সুস্থতার জন্য তাই খাদ্যতালিকায় ব্রকলি রাখুন।

বিপাকক্রিয়া : ব্রকলি এমন একটি সবজি, যা পেটে কোনো সমস্যা তৈরি করে না এবং সহজেই হজম হয়।

ত্বক সুন্দর রাখতে : ব্রকলিতে থাকা ভিটামিন "সি" ত্বক সুন্দর ও মসৃণ রাখে। এ ছাড়া ব্রকলি খেলে বয়সের ছাপ চেহারায় পড়ে না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : ব্রকলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন "এ" থাকায় তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া ঠাণ্ডা কাশিও প্রতিরোধ করে ব্রকলি।

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির ঘোষণা, শচীন পাইলট এবং থারুরও পেয়েছেন জায়গা

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.) : কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে রবিবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি (সিডব্লিউসি) গঠনের ঘোষণা করেছেন, যা দলের শীর্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা। এতে জায়গা পেয়েছেন শশী থারুর ও শচীন পাইলটও। দুজনই প্রথমবারের মত এতে অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে সিডব্লিউসি সদস্য ৩৯ জন, ১৮ জন স্থায়ী আমন্ত্রিত, নয়জন বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য ছাড়াও পদাধিকারবলে সদস্য ও ভারপ্রাপ্ত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়েছে এই কমিটি।

সিডব্লিউসি-তে মল্লিকার্জুন খাড়গে ছাড়াও, সোনিয়া গান্ধী, ডক্টর মনমোহন সিং, রাহুল গান্ধী, অধীর রঞ্জন চৌধুরী, এ কে অ্যান্টনি, অম্বিকা সোনি, মীরা কুমার, দিগ্বিজয় সিং, পি চিদাম্বরম, তারিক আনোয়ার, লাল থানহাওলা, মুকুল ওয়াসনিক, আনন্দ শর্মা, অশোক চৌহান, অজয় মাকেন, চরণজিৎ সিং চান্নি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভঢরা, কুমারী সেলজা, গাইখাংগাম, এন রঘুবীর রেড্ডি, শশী থারুর, তাম্রধ্বজ সাহু, অভিষেক মনু সিংভি, সালমান খুরশিদ, জয়রাম রমেশ, জিতেন্দ্র সিং, রণদীপ সিং সুরজেওয়া, জিতেন্দ্র সিং দীপক বাবরিয়া, জগদীশ ঠাকুর, জিএ মীর, অবিনাশ পান্ডে, দীপদাস মুন্সি, মহেন্দ্রজিৎ সিং মালভিয়া, গৌরব গগৈ, সৈয়দ নাসির হুসেন, কমলেশ্বর প্যাটেল এবং কেসি ভেনুগোপাল।

স্থায়ী আমন্ত্রিত: বীরাপ্পা মইলি, হরিশ রাওয়াত, পবন কুমার বানসাল, মোহন প্রকাশ, রমেশ চেন্নিথালা, বি কে হরিপ্রসাদ, প্রতিভা সিং, মনীশ তেওয়ারি, তারিক হামিদ কারা, দীপেন্দ্র সিং হুডা, গিরিশ রায় চোদনকার, টি সুব্বারামি রেড্ডি, কে রাজু, চন্দ্রকান্ত হান্দোর, মীনাক্ষী নটরাজন, ফুলো দেবী নেতাম, দামোদর রাজা নরসিংহ এবং সুদীপ রায় থুরম্যান।

বিশেষ আমন্ত্রিত: পল্লম রাজু, পবন খেড়া, গণেশ গোডিয়াল, কোডিকুনিল সুরেশ, যশোমতি ঠাকুর, সুপ্রিয়া শ্রীনেট, প্রণিতি শিন্ডে, অলকা লাম্বা, বংশী চাঁদ রেড্ডি।

পদাধিকারবলে সদস্য: শ্রীনিবাস বিভি সভাপতি আইওয়াইসি, নীরজ কুন্দন সভাপতি এনএসইউআই, নেট্টা ডি"সুজা সভাপতি, মহিলা কংগ্রেস সেবাদলের প্রধান সংগঠক লালজি দেশাই।

ভারপ্রাপ্ত সদস্য : ডাঃ এ চেল্লাকুমার, ভক্ত চরণ দাস, ডাঃ অজয় কুমার, হরিশ চৌধুরী, রাজীব শুক্লা, মানিকম ঠাকুর, সুখবিন্দর রন্ধাওয়া, মানিকরাও ঠাকরে, রজনী প্যাটেল, কানহাইয়া কুমার, গুরদীপ সপ্পল, শচীন রাও, দেবেন্দ্র যাদব, মনীশ চতরথ।

গাড়ির নিরাপত্তা রেটিং প্রোগ্রাম চালু করবেন নীতিন গড়করি

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স) : কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করি মঙ্গলবার "ইন্ডিয়া নিউ কার অ্যাসেসমেন্ট প্রোগ্রাম" চালু করবেন। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল, দেশে মোটর গাড়ির নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি করা।

সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে, এতে নতুন মোটর গাড়ির নিরাপত্তার মান ৩.৫ টন পর্যন্ত বাড়বে। "ইন্ডিয়া নিউ কার অ্যাসেসমেন্ট প্রোগ্রাম" —র ফলে মোটর গাড়ির গ্রাহকদের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে। এছাড়াও গাড়ির তুলনামূলক মূল্যায়ন করা সহজ হবে।

সড়ক পরিবহন মন্ত্রক জানিয়েছে, এরফলে গাড়ি নির্মাতারা স্বেচ্ছায় তাদের গাড়ির অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড (এআইএস) ১৯৭ অনুযায়ী পরীক্ষা করাতে পারবে। এরফলে প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের নিরাপত্তার জন্য গাড়িটিকে স্টার রেটিং দেওয়া হবে। গ্রাহকরা যানবাহনের নিরাপত্তার বিষয়টি বিচার বিবেচনা করতে পারবে তারফলে যানবাহন কিনতে সুবিধা হবে।

সরকার আরও জানিয়েছে, এরফলে নিরাপদ গাড়ির চাহিদা বাড়বে। এটি গাড়ি নির্মাতাদের গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে উৎসাহিত করবে। উচ্চতর নিরাপত্তা মান সহ, ভারতীয় গাড়িগুলি বিশ্ব বাজারে আরও ভাল প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে। এতে ভারতে গাড়ি প্রস্তুতকারকদের রফতানি করার সম্ভাবনা বাড়বে। এই প্রোগ্রামটি ভারতে নিরাপত্তা-সংবেদনশীল গাড়ির বাজার বিকাশ করবে বলেও জানিয়েছে নীতিন গড়করি।

নিখোঁজ মরিগাঁওয়ের পলাশজুড়ি গ্রামের তিন সন্তানের মা

মরিগাঁও (অসম), ২০ আগস্ট (হি.স.) : মরিগাঁও জেলার অন্তর্গত বরসলা পুলিশ ফাঁড়ির অধীন পলাশজুড়ি গ্রামের জনৈক গৃহবধূ আচমকা নিখোঁজ হয়ে গেছেন। তিন সন্তানের মায়ের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার গোটা গ্রামে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, গত ১৬ আগস্ট শেওয়ালি কেঁওর নামের তিন সন্তানের মা ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। এর পর থেকে তাঁর সন্ধান নেই। পরিবারের লোকজন সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজখবর নিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি।

পরিবারের সদস্যরা নিরুপায় হয়ে বরসলা পুলিশ ফাঁড়িতে শেওয়ালি কেঁওরের নিখোঁজ সংক্রা এফআইআর দাখিল করেছেন বলে জানিয়েছেন। তাঁদের আবেদন, যদি কোনও সদাশয় ব্যক্তি গৃহবধূ শেওয়ালির সন্ধান পান তা-হলে সংশ্লিষ্টরা যেন ৯৩৯৫৪৪২৮৯১ নম্বরে যোগাযোগ করেন।

জেপি নাড্ডা হিমাচলে দুযোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন

নাহন, ২০ আগস্ট (হি.স) : হিমাচল প্রদেশের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা । রবিবার সকালে সিরমাউর জেলার পাওন্তা সাহেব বিধানসভা কেন্দ্রে যান বিজেপির জাতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। এখানে সিরমাউরি তাল এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন করেন নাড্ডা।

নাড্ডা ছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর, বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ রাজীব বিন্দল, সিমলা সংসদীয় কেন্দ্রের সাংসদ সুরেশ কাশ্যপ, স্থানীয় বিধায়ক সুখরাম চৌধুরীও রবিবার হিমাচলের ক্ষতিগ্রস্ত স্থান পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন।

নাড্ডা সিরমাউরি তালসহ রাজবনে ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন । বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অবস্থা জানতে চান। তাঁদের সবরকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেন নাড্ডা।

নাড্ডা জানান, কেন্দ্রীয় সরকার হিমাচলের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছে । কেন্দ্রীয় সরকার এই বিপর্যয়ের সময়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করতে চায় । কেন্দ্রীয় সরকার হিমাচলের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সমস্তরকমের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত বলেও জানিয়েছেন জেপি নাড্ডা।

ভাইজ্যাকে ছাত্রীর রহস্য মৃত্যু, মৃতার বাবার ফোন কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণ কলকাতার এক কিশোরী নিট পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে গিয়েছিলেন অন্ধ্র প্রদেশের ভাইজ্যাকে। সেখানেই বেসরকারি হস্টেলে রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয় তার। ১৭ বছরের রীতিকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁর বাবা শুকদেব সাহা। এই পরিস্থিতিতেই রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস গিয়েছিলেন রীতির নেতাজি নগরের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে তিনি দেখা করেন রীতির বাবা এবং পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রীতির বাবার ফোনে কথা বলিয়েছিলেন তিনি। ফোনে সহযোগিতার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন রীতির বাবা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন রীতি সাহার বাবা। অরূপ বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করে দেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে গোটা অভিযোগ জানান তিনি। এই ফোনের বিষয়ে রীতির বাবা শুকদেব বলেছেন, "মুখ্যমন্ত্রী সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। রাজ্য সরকারে তরফে তদন্ত করানোর কথা বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী কিছু একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করবেন বলে আমার বিশ্বাস।" মেয়ের রহস্যমৃত্যু নিয়ে তিনি বলেছেন, "আমার মেয়েকে খুন করা হয়েছে। খুন করে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা চলছে। কে বা কারা কেন খুন করল তা আমি জানতে চাই। এর বিচার চাইছি।" রীতি সাহার বাবার সঙ্গে দেখা করে অরূপ বিশ্বাস বলেছেন, "হস্টেলগুলোতে অরাজকতা চলছে।

মেধাবী পড়ুয়ারা শেষ হয়ে যাচ্ছে। একটা বাচ্চা মেয়ে কত আশা নিয়ে পড়তে গিয়েছিল। তাঁকে খুন করা হয়েছে।

এর জন্য কোর্টের দ্বারস্থ হতে হল। এর বিচার চাই। আমরা সমস্ত সহযোগিতা করব। আমাদের সরকারও ব্যবস্থা নেবে।"

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব : রাজ্য জুড়ে সংস্কার ভারতীর "অমৃত অর্পণ" বাংলা সংস্কৃতির বহু ধারার প্রকাশ

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.): স্বাধীনতার পঁচাত্তর অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে ললিতকলা ও সাহিত্যে সমর্পিত অখিল ভারতীয় সংস্থা "সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ", দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত আয়োজিত ১-১৫ আগস্ট ২০২৩, জেলায় জেলায় পক্ষকালব্যাপী অখণ্ডভারত রক্ষার্থে ভারতমাতা ও ভারতমাতার বীর সন্তান আত্মবলিদানকারী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি কলা সাধনার মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান 'অমৃত অর্পণ' সুচারুরূপে সম্পন্ন হ"ল।

প্রতিটি জেলায় সংস্কার ভারতীর রীতি অনুসারে ভাবসঙ্গীত এবং দীপমন্ত্রসহ দীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পপ্রদানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্বে অখণ্ড "বন্দেমাতরম" গায়নের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপন হয়। এই কার্যক্রমে জেলায় জেলায় বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের কার্যকর্তাগণ। যথাক্রমে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সংস্থাপক সদস্য ও দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের অন্যতম সহ সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের অন্যতম সহ সভাপতি ডঃ স্বপন মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের পরামর্শক তথা কেন্দ্রীয় কোষটোলীর সদস্য ভরত কুণ্ডু , দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ সাধারণ সম্পাদক অমিত দে, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বিভাগ সংগঠন সম্পাদক উদয় কুমার দাস, এবং দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের কোষাধ্যক্ষ গোপাল কুণ্ডু। এছাড়াও ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মহাশ্বেতা চক্রবর্তী, অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ও রীণা ব্যানার্জী।

এনাদের "অমৃত অর্পণ" তৎসহ সুস্থ ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের কাজে সংস্কার ভারতীর ভূমিকা প্রসঙ্গে মূল্যবান বৌদ্ধিক প্রদান উপস্থিত সকল জেলার সদস্যদের অনুপ্রাণিত করে। ৫ আগস্ট উত্তর কলকাতা জেলা বয়েজ ওন লাইব্রেরী হলে, স্বাধীনতার ৭৫- অমৃত মহোৎসবের সমাপন সমারোহ "অমৃত অর্পণ" অনুষ্ঠানে "প্রণমি তোমারে জন্মভূমি" নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড: স্বপন মুখোপাধ্যায়, সুভাষ ভট্টাচার্য, ভরত কুণ্ডু ও অমিত দে। ঐ দিন উত্তর কলকাতা জেলার অন্তর্গত চারটি চর্চাকেন্দ্র যথাক্রমে উত্তর কলকাতা, বাগুইহাটি, দেশবন্ধুনগর, দক্ষিণেশ্বর সঙ্গীত, নৃত্য ও কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান হয়।

৫ আগস্ট সংস্কার ভারতী উত্তর ২৪ পরগণা জেলা গোবরডাঙ্গা স্টেশন সংলগ্ন নিবেদিতা শিশু তীর্থের অনুষ্ঠান কক্ষে মহতী স্বাধীনতা প্রাপ্তির নেপথ্যে থাকা এক নীরব যোদ্ধা কবি, সাহিত্যিক দীনবন্ধু মিত্রের অবদানকে কেন্দ্র করে আয়োজন করে আলোচনা সভার। সুবক্তা অধ্যাপক ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মজুমদার তুলে ধরেন স্বাধীনতা আন্দোলনে দীনবন্ধু মিত্রের অমূল্য

হিমাচল প্রদেশে পালিত হল সদ্ভাবনা দিবস

সিমলা, ২০ আগস্ট (হি.স.) : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধীর ৭৯তম জন্মবার্ষিকীতে হিমাচল প্রদেশে পালিত হল সদ্ভাবনা দিবস। রবিবার সদ্ভাবনা চকে রাজ্যের মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরাসহ অন্যান্য নেতারা রাজীব গান্ধীর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং তাঁকে স্মরণ করেন।

এই উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী কর্নেল ডঃ ধনীরাম শান্ডিল, শিল্পমন্ত্রী হর্ষবর্ধন চৌহান, শিক্ষামন্ত্রী রোহিত ঠাকুর, মুখ্য সংসদীয় সচিব মোহন লাল ব্রক্ত, সাংসদ লোকসভা ও রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি প্রতিভা সিং, বিধায়ক থিওগ কুলদীপ সিং রাঠোর, পৌর কর্পোরেশনের মেয়র সিমলা সুরেন্দ্র চৌহান, ডেপুটি মেয়র উমা কৌশল, প্রাক্তন বিধায়ক আদর্শ কুমার সুদ, প্রাক্তন বিধায়ক রাকেশ সিংহ, কাউন্সিলর এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রাজীব গান্ধীর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের শিল্পীরা ভজন ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন।

এটি লক্ষণীয় যে প্রতি বছর ২০আগস্ট প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধীর জন্মদিনটিকে সদ্ভাবনা দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

মালবাজারে নির্মীয়মাণ সেপটিক ট্যাংকে নেমে মৃত্যু ২ শ্রমিকের

মালবাজার, ২০ আগস্ট (হি.স.) : জলপাইগুড়ির মাল ব্লকের তেসিমিলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নির্মীয়মাণ বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে নেমে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হল দুই শ্রমিকের। মৃতেরা মহম্মদ শাহিদ (২০) ও আমিনুর ইসলাম (২৬)। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতদের বাড়ি তেসিমিলার গোয়াবাড়ি এলাকায় বলে জানা গিয়েছে।

জানা গেছে, এদিন ৬০ নম্বর কলোনি কালীমন্দির লাগোয়া এলাকায় একটি নির্মীয়মাণ বাড়ির সেপটিক ট্যাংকের সাটারিং খোলার কাজ চলছিল। সেই সময় সাটারিং খুলতে ট্যাংকের ভেতরে নামেন আমিনুর ইসলাম। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট শুরু হলে তাঁকে উদ্ধার করতে ট্যাংকে নামেন মহম্মদ শাহিদ। অনেক্ষণ সময় পেরিয়ে গেলেও তাঁরা উঠে না এলে আশপাশের লোকজনের সন্দেহ হয়। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় মালবাজার দমকলকেন্দ্রে। ঘটনাস্থলে দমকলকর্মীরা এসে দু'জনকে উদ্ধার করে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। পরে ঘটনাস্থলে আসে মালবাজার থানার পুলিশ। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে তারা।

বাঁকুড়ায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু কিশোরের, গুরুতর জখম তার বাবা ও মা

বাঁকুড়া, ২০ আগস্ট (হি.স.) : রবিবার দুপুরে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালো ১২বছরের এক কিশোর। গুরুতরভাবে জখম তার বাবা মা বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুর ১২ টা নাগাদ বাঁকুড়া দুর্গাপুর ৯ নং রাজ্য সড়কের বড়জোড়া থানার হাটআশুড়িয়া মোড়ের কাছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে স্থানীয় কৃষ্ণনগর গ্রামের অমৃত গৌড় তার স্ত্রী শ্রীপর্ণা ও ছেলে অর্পণকে বাইকে করে হাট আশুড়িয়া এলাকায় একটি মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছিলেন। দুর্গাপুর দিক থেকে একটি লরি তাদের বাইকটিকে ওভারটেক করার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকে ধাক্কা মারে। ৩ জনই বাইক ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন।তাদের উদ্ধার করে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।চিকিৎসকরা অর্পণ কে মৃত বলে ঘোষণা করেন।স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃত অর্পণের মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পাঠিয়েছে পুলিশ।

কিংবদন্তি ফুটবলার গোষ্ঠ পালের ১২৭ তম জন্ম দিবসের অনুষ্ঠান

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে রবিবার চীনের প্রাচীর নামে খ্যাত কিংবদন্তি ফুটবলার গোষ্ঠ পালের ১২৭ তম জন্ম দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

কলকাতা ময়দানে গোষ্ঠ পালের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মাননীয় ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। কিংবদন্তি এই ফুটবলারের জন্মদিবস পালন অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ও বর্তমান বেশ কিছু ক্রীড়াবিদ, কলকাতার তিন প্রধান ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান সহ বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, আইএফএ ও সিএবি"র কর্মকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন গোষ্ঠ পালের পুত্র নীরাংশু পাল।

এদিনের অনুষ্ঠানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ও মৃত ছাত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উত্তরীয়র বদলে ফুটবলারদের ফুটবল তুলে দেন ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী।হিন্দুস্থান সমাচার/অশোক

চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগীমৃত্যুর অভিযোগে উত্তেজনা বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে

বালুরঘাট, ২০ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগীমৃত্যুর অভিযোগে উত্তেজনা। শনিবার রাতভর হাসপাতালে চিকিৎসককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিবার। রবিবার এ নিয়ে বালুরঘাট থানায় ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জানা গেছে, মৃতের নাম উজ্জ্বল মাহাতো (৪৩)। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার জামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামজীবনপুরে। তিনি পেশায় জেসিবি মেশিনের চালক ছিলেন। মৃতের পরিবার জানায়, গত তিন-চারদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন উজ্জ্বল। ত্রিমোহিনীতে ডাক্তার দেখিয়েছিলেন। জ্বর না কমায় শনিবার সকালে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর অনেকটাই সুস্থ হয়ে ওঠেন। তবে রাতে হঠাৎই চিকিৎসাধীন অবস্থায় উজ্জ্বলের মৃত্যু হয় বলে পরিবারের দাবি। এই ঘটনায় সর্বোচ্চ তদন্ত কমিটি গঠন করে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন ডাঃ সুদীপ দাস। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শিলচর-আইজল জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা, হত যুবক

শিলচর (অসম), ২০ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত শিলচর-আইজল জাতীয় সড়কে সংঘটিত এক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। নিহত যুবককে ধলাই থানাধীন গঙ্গানগরের রাজু পটাং বলে শনাক্ত করা হয়েছে। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে শনিবার গভীর রাতে সোনাই থানাধীন সোনাবাড়িঘাট এলাকায়।

আজ রবিবার সোনাই থানা সূত্রে জানা গেছে, সোনাবাড়িঘাট এলাকার সৈয়দপুরে জনৈক রেহিমের দোকান সংলগ্ন ৩০৬ নম্বর জাতীয় সড়কে গতকাল শনিবার রাত ১১ নাগাদ মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সৈয়দপুর সেতু পাওয়ার আগে সড়কে মোড় নিতে গিয়ে এএস ১১ জি ৬৫৩১ নম্বরের ফোর্ড ফিগোর চালক রাজু পটাং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে রেহিমের দোকানে গিয়ে ধাক্কা মারে। দোকানে ধাক্কা মেরে গাড়িটি গিয়ে পাশে একটি বিদ্যুতের খুটিতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বেশ ক্ষতি হয়েছে দোকানের।

কেবল তা-ই নয়, ফিগো গাড়ির ধাক্কায় একটি স্কুটিও চিড়ে-চ্যাপটা হয়ে গেছে। গাড়িটি খুব দ্রুতগতিতে থাকায় উল্টে যায়। যার ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রাজু পটাং নামের এক যুবকের। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িটি সম্ভবত শিলচর থেকে আসছিল। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ অকুস্থলে গিয়ে রাজু পটাঙের মৃতদেহ উদ্ধার করে তার ময়না তদন্ত করতে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

লাভ জিহাদ! হিন্দু নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট, গোসাঁইগাঁওয়ে বালিকা অপহরণ, আটক তিন যুবক

গোসাঁইগাঁও (অসম), ২০ আগস্ট (হি.স.) : কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত গোসাঁইগাঁও মহকুমা সদর শহরে এক নাবালিকাকে অপহরণ করে ধরা পড়ে গেছে তিন যুবক। এদের একজন হিন্দু নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে ওই নাবালিকাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলেছিল। ঘটনাকে লাভ জিহাদ বলে অভিযোগ করেছেন এলাকার জনতা ও বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তারা। ধৃত তিন যুবককে বঙাইগাঁও জেলার অভয়াপুরি কাছাড়িকেটির বাসিন্দা সাইফুল ইসলাম, মিনহাজ আলি এবং শহিদুল ইসলাম বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

ধৃত তিন যুবককে অসম-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী শ্রীরামপুর থানাধীন শিমুলটাপু ফাঁড়ির পুলিশ অপহৃতা নাবালিকা সহ তিন যুবক সাইফুল ইসলাম, মিনহাজ আলি এবং শহিদুল ইসলামকে আটক করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, শহিদুল ইসলাম নামের যুবকটি মৃন্ময় রায় নামে ভুয়ো ফ্যাসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে কিশোরীটির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। আজ শহিদুল ইসলামে অভয়াপুরি থেকে এএস ১৭ এফ ৮৪২১ নম্বরের একটি অল্টো গাড়ি নিয়ে এসে বালিকাটিকে অপহরণ করে পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে নিয়ে যাওয়ার ছক কষেছিল। কিন্তু তাদের শিমুলটাপু থানার পুলিশ পাকড়াও করে ফেলেছে।

ঘটনাটি একটি পরিচ্ছন্ন লাভ জিহাদের ঘটনা বলে অভিযোগ তুলেছে বিভিন্ন সংগঠন। সংগঠনগুলির বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তারা এই তিনজনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

লংকার নখুঁটি রামচিং গ্রামে পুলিশের গাড়িতে হামলা জনতার, আটক ২০

হোজাই (অসম), ২০ আগস্ট (হি.স.) : হোজাই জেলার অন্তর্গত লংকার নখুঁটি রামচিং গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযানকারী পুলিশের এক গাড়িতে হামলা চালিয়েছে স্থানীয় জনতা। ঘটনাটি শনিবার রাতে সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আজ রবিবার হোজাই জেলা পুলিশের সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত এক খবরের ভিত্তিতে গতকাল সন্ধ্যারাতে সাদা পোশাকে রামচিং গ্রামে অভিযান চালাতে গিয়েছিল পুলিশের দল। তখন একাংশ জনতা অভিযানকারীদের পুলিশ বলে নিশ্চিত হয়ে দা-লাঠিসোঁটা নিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করে। এতে পুলিশের গাড়ির বেশ ক্ষতি হয়েছে। এদিকে উপায়ন্তর হয়ে তাদের মোকাবিলা করতে পুলিশ শূন্যে গুলি চালাতে বাধ্য হয়।

ইতিমধ্যে হোজাইয়ের পুলিশ সুপার সৌরভ গুপ্তা এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নখুঁটি পুলিশ পেট্রেল পোস্টে অবস্থান করছেন। বিশাল পুলিশ জওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে রামচিং গ্রামে ফের অভিযান শুরু হয়েছে। গতকাল রাতে সংগঠিত ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে এ খবর লেখা পর্যন্ত ২০ জনক পুলিশ আটক করেছে বলে জানা গেছে।

বনগাঁয় স্ত্রীকে খুন করে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ চিকিৎসকের

বনগাঁ, ২০ আগস্ট (হি.স.) : উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের হেলেঞ্চায় স্ত্রীকে খুন করে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন চিকিৎসক। রবিবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, মৃতার নাম রত্নতমা দে। উত্তর ২৪ পরগনার নীলগঞ্জের বাসিন্দা তিনি। দু বছর আগে উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের মণ্ডবঘটার বাসিন্দা অরিন্দম বালার সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। পেশায় চিকিৎসক অরিন্দম। এসএসকেএমে এম.ডি করছেন তিনি। স্থানীয় সূত্রে খবর, বিয়ের পর থেকেই বনিবনা ছিল না অরিন্দম ও রত্নতমার মধ্যে। অশান্তি লেগেই থাকত। একপর্যায়ে বাপের বাড়িতে চলে যান বধূ। শনিবার রাতে অরিন্দম বালা তাঁর স্ত্রী রত্নতমাকে নিয়ে বাড়িতে ফেরে। অরিন্দমের ভাই ও বাবাকে খেতে বলে তাঁরা দোতলায় চলে যায়। তারপর পরিবারের সদস্যরা আর কিছু টের পাননি। রবিবার সকালে অরিন্দম দোতলা থেকে নেমে বাবা এবং ভাইয়ের কাছে জানায় সে তাঁর স্ত্রীকে খুন করেছে। নিজেই বাগদা থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। ঘটনাস্থলে যান বাগদা থানার ওসি এবং পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে খুনের মামলার রুজু করে মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে বাগদা থানার পুলিশ।

দিনহাটায় উদয়নের হাত ধরে তৃণমূলে 'ঘরওয়াপসি' বিজেপি নেতার

দিনহাটা, ২০ আগস্ট (হি.স.) : কোচবিহারের দিনহাটায় উদয়নের হাত ধরে তৃণমূলে 'ঘরওয়াপসি' দিনহাটা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মফিজুল হকের। রবিবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন মফিজুল হক। এক মাসের মাথায় ফের তৃণমূলে ফিরলেন ওই নেতা। রবিবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি। এদিন যোগদানের পর মফিজুল হক বলেন, 'দলের একাংশ নেতার প্রতি অভিমান করে বিজেপিতে গিয়েছিলাম। দেখলাম বিজেপি আমাদের জন্য নয়। তাই আবার তৃণমূলেই ফিরে এলাম।' মন্ত্রী বলেন, 'ও অভিমান করে বিজেপিতে গিয়েছিল। কিন্তু ওর মন ছিল তৃণমূলে। পঞ্চায়েত নির্বাচনেও তৃণমূলের বিপক্ষে কোনও কাজ করেনি। তাই ওকে আবার তৃণমূলে ফিরিয়ে নিলাম।'

বালুরঘাটে বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

বালুরঘাট, ২০ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট শহরের আর্য্য সমিতি নারায়ণপুরে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম নৃপেন সাহা(৬০)। বাড়ি বালুরঘাট শহরের বটকৃষ্ণপল্লীতে। পেশায় রান্নার ঠাকুর তিনি। এদিন ভোরে তাঁর মৃতদেহ ওই এলাকার একটি গ্যারেজের সামনে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা। গতকাল দুপুর থেকে ওই বৃদ্ধ পড়ে আছে ওই এলাকায়। তবে কেউ এগিয়ে আসেনি বলেই অভিযোগ। অবশেষে এদিন সকালে স্থানীয়রা গিয়ে দেখেন ওই বৃদ্ধ মারা গেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ফিরে দেখা : এশিয়া কাপ ২০১৬: বাংলাদেশ

১৯৮৪ সালে প্রথম এশিয়া কাপ হয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরাতে। দেখতে দেখতে এসে গেল আরো একটা এশিয়া কাপ। এই ধারাবাহিক প্রতিবেদনে থাকছে ফেলে আসা এশিয়া কাপের কথা।

কলকাতা, ২০ আগস্ট(হি.স.):

২০১৬ এশিয়া কাপ ক্রিকেট এশিয়া কাপ প্রতিযোগিতার ১৩তম আসর। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। এ নিয়ে বাংলাদেশে পঞ্চমবারের মতো ও ধারাবাহিকভাবে তৃতীয়বারের মতো স্বাগতিক দেশের মর্যাদা পায়। এশিয়া কাপের এ আসরে প্রথমবারের মতো টুয়েন্টি২০ আন্তর্জাতিকের নিয়ম অনুযায়ী ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় টেস্ট খেলুড়ে, ভারত, পাকিস্তান , শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ সহ বাছাইপর্বের মাধ্যমে উত্তীর্ণ সংযুক্ত আরব আমিরাত সহযোগী দেশ হিসেবে অংশ নেয়।

প্রতিযোগিতার ধরন
রাউন্ড-রবিন।
বিজয়ী:
ভারত (৬ষ্ঠ শিরোপা)
রানার-আপ: বাংলাদেশ
অংশগ্রহণকারী দলসংখ্যা:৫টি।
খেলার সংখ্যা: ১১ টি।
প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়:
বাংলাদেশ সাব্বির রহমান
সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী:
বাংলাদেশ সাব্বির রহমান (১৭৬)
সর্বাধিক উইকেট:
বাংলাদেশের আল-আমিন হোসেন (১১)।

মুদির ছেলে কিংবদন্তি, আগামীকাল তার ৩৭তম জন্মদিন

শান্তি রায় চৌধুরী:

কলকাতা, ২০ আগস্ট(হি.স.): জ্যামাইকার ছোট্ট শহর ট্রিলনি পারিশে ২১ আগস্ট ১৯৮৬ জন্ম নেয় একটি সাধারণ ছেলে। নাম উসাইন সেন্ট লিও বোল্ট। গরিব পরিবারের ছেলে। বাবা ওয়েলেস মুদি দোকানদার। ছোট্ট বোল্টও বাবার সাথে দোকানে চাল-ডাল বিক্রি করতেন। মুদির দোকানের আয় থেকেই চলতো তাদের ৫ জনের সংসার।

সেই মুদির ছেলেটিই আজকের কিংবদন্তী উসাইন বোল্ট। যিনি পৃথিবীর সর্বকালের দ্রুততম মানব। যিনি ১০০ মিটার দৌড় ৯.৫৮ সেকেণ্ডে এবং ২০০ মিটার দৌড় ১৯.১৯ সেকেণ্ডে শেষ করেছেন। ২০১০ সালে ভেঙ্গেছেন নিজের করা বিশ্বরেকর্ড। ২০১৬ সালের রিও অলিম্পিকে জয় করেছেন ৯ টি সোনা ।

ছোটবেলাতে বোল্ট কিন্তু দৌড়বিদ হতে চাননি। চেয়েছিলেন ক্রিকেটার হতে। স্কুলজীবনেও ক্রিকেট খেলতেন। স্বপ্ন দেখতেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ক্রিকেট খেলার। কিন্তু জ্যামাইকার এই ছেলেটির আর ক্রিকেট খেলা হয়নি। অ্যাথলিট বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ব্যাট-প্যাড ছেড়ে চলে আসেন অ্যাথলেটিক্সএ। দৌড় থেকে অবসর নেওয়ার পর ক্রিকেট খেলার সম্ভাবনাও ছিল তার। টি-২০ লীগ 'বিগ ব্যাশে'র শেন ওয়ার্নের নেতৃত্বাধীন দল মেলবোর্ন স্টার্সে তাকে নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল। অথচ এই ক্রিকেট পাগল মানুষটাই হয়েছেন পৃথিবীর দ্রুততম মানুষ। পাঁচবার বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন। তিনবার অলিম্পিক স্বর্ণপদক এবং বিশ্বের ৭ম দৌড়বিদ হিসেবে যুব, জুনিয়র এবং সিনিয়র বিভাগের অ্যাথলেটিক ইভেন্টের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপ জয় করেছেন।

সেই মুদির ছেলে কিংবদন্তি অ্যথলিট বোল্টের আগামীকাল ৩৭তম জন্মদিন। তাকে স্মরণ করার দিন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গোরখপুরে আতশবাজির কারখানায় বিস্ফোরণ

গোরখপুর, ২০ আগস্ট (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশের সহজনওয়ান থানা এলাকার বড়াইপাড় গ্রামে আতশবাজির কারখানায় বিস্ফোরণ। শনিবার রাতে আতশবাজির কারখানায় হঠাৎই এই বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে কারখানার আশপাশে এলাকা কেঁপে ওঠে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। মুহূর্তের মধ্যে কারখানাটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তবে বিস্ফোরণে কোনো হতাহতের বা আহত হওয়ার খবর নেই। দমকলের কর্মীরা এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কারখানার পাশেই একটি বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার রয়েছে বলে জানান গ্রামবাসী। কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা কারখানার বাইরে ছিলেন তাই বড়সড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ অফিসার সাহানজাওয়ান মহেন্দ্র মিশ্র বলেন, কারখানার মালিক ইমতিয়াজের কাছে আতশবাজি তৈরির লাইসেন্স রয়েছে। দুর্ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বিস্ফোরণের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

লাদাখে দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ প্রধামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি. স.) : লাদাখে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে ভারতীয় সেনার একটি গাড়ি। শনিবার সন্ধ্যায় এই দুর্ঘটনার জেরে ৯ জন সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে প্রথম সারির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লাদাখে সেনা জওয়ানদের মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। শনিবার রাতেই প্রধানমন্ত্রীর দফতরের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডল থেকে এ নিয়ে টুইট করা হয়েছে। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় জওয়ানদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং,কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, প্রমুখ। মৃত জওয়ানদের পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি ঘটনা শোক প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, সেনার একটি ট্রাক পাহাড়ি রাস্তায় যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছলে গভীর খাতে পড়ে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্রাকটিতে এক আধিকারিক-সহ মোট ১০ জন জওয়ান ছিলেন। ওই আধিকারিক-সহ ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। একজন আহত হয়েছেন। তাঁকে উদ্ধার করে সেনা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

সেনা সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে লেহ থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে। কিয়ারি নামের একটি জায়গায়। যে ট্রাকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল, সেটা আসলে সেনা কনভয়ের অংশ ছিল। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি।

পুলিশের তথ্যসরবহকারী সন্দেহে চাইবাসায় বৃদ্ধকে হত্যা নকশালদেব

পশ্চিম সিংভূম, ২০ আগস্ট (হি.স.) : ঝাড়খন্ডের পশ্চিম সিংভূমের চইবাসা জেলার গোইলকেরা থানার অন্তর্গত গিটিলপি চকে পুলিশের তথ্যসরবহকারী সন্দেহে এক বৃদ্ধকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে হত্যা করেছে নকশালরা। পরে তারা দেহ রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যায়। পুলিশ সুপার আশুতোষ শেখর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

গ্রামবাসীদের মতে, ঘটনাস্থলে অনেক সিপিআই-মাওবাদী লিফলেট পাওয়া গেছে। অন্যরাও পুলিশকে তথ্য দিলে একই পরিণতির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এসব লিফলেট থেকে জানা যায়, কদমডিহার বাসিন্দা ওই বৃদ্ধ তাদের গতিবিধির কথা পুলিশকে জানাতেন।

রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইউক্রেনের চেরনিহিভেতে মৃত ৭, আহত ১৪৪

কিইভ, ২০ আগস্ট (হি.স) : রাশিয়ার শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইউক্রেনের চেরনিহিভেতে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১৪৪ জন গুরুতর আহত হয়েছে। ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, শনিবার উত্তর ইউক্রেনের চেরনিহিভ শহরের একটি প্রধান সংযোগস্থলে শক্তিশালী রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ৭ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন এবং ১৪৪ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে অনেক শিশু রয়েছে।

যে স্থানে ক্ষোপনাস্ত্র হানা চালানো হয় সেখানে একটি পলিটেকনিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি সিনেমা হলও রয়েছে। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, হামলার সময় লোকেরা ধর্মীয় ছুটি উদযাপন করতে গির্জায় যাচ্ছিল। তখনই হামলা চালানো হয়। উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি রবিবার সুইডেন সফরে রয়েছেন। জাতিসংঘ রাশিয়ার হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন তিনি। এই ঘটনার পর চেরনিহাইভে তিন দিনের শোক ঘোষণা করা হয়েছে। -

কানপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা স্কুটির, মৃত্যু কিশোরের

কানপুর, ২০ আগস্ট (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের কোহনা থানা এলাকার রামচন্দ্র মোড়ের কাছে একটি স্কুটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা খায়। দুর্ঘটনায় স্কুটি আরোহী এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে তার দুই সঙ্গী। আহতদের চিকিৎসার জন্য হ্যালেট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রবিবার সকালে সহকারী পুলিশ কমিশনার আকমল খান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

তিনি আরও জানান, ওল্ড কানপুর কোহনা থানার মাছুভানগরের বাসিন্দা গোপী কাশ্যপের ১২ বছর বয়সী ছেলে প্রিন্স কাশ্যপ, তার প্রতিবেশী শিব কাশ্যপ এবং বিশাল কাশ্যপ শনিবার সন্ধ্যায় মোটরসাইকেলে করে কোথাও গিয়েছিল। গভীর রাতে কারবালা মোড় থেকে বিষ্ণুপুরীর দিকে আসার সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায় স্কুটি। দুর্ঘটনায় স্কুটিতে আরোহী তিন জনই গুরুতর আহত হয়। পুলিশ তিনজনকেই হ্যালেট হাসপাতালে ভর্তি করে। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরাও হাসপাতালে পৌঁছে যান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রিন্সের মৃত্যু হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করে পুলিশ।

রাজীব গান্ধীকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতরত্ন রাজীব গান্ধীকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি ট্যুইট করে রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি ট্যুইট করে লেখেন, 'আমি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধীকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।'

এছাড়াও রবিবার সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয়। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও অন্যান্য নেতারা।

ভোপালে গরীব কল্যাণ অভিযানের রিপোর্ট কার্ড চালু করবেন অমিত শাহ

ভোপাল, ২০ আগস্ট (হি.স) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার মধ্যপ্রদেশ সরকারের গরীব কল্যাণ মহা অভিযানের রিপোর্ট কার্ড চালু করবেন। ২০০৩ থেকে ২০২৩ সালের মোট ২০ বছরের রিপোর্ট কার্ড চালু করার কথা রবিবার।

কেন্দ্রের মোদী সরকার এবং মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের শিবরাজ সিং চৌহানের সরকারের স্কিমগুলির মাধ্যমে জনগণের জীবনে কী পরিবর্তন আনা হয়েছে তারও পরিসংখ্যান রিপোর্টে থাকবে বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। বিজেপির রাজ্য নির্বাচনের প্রধান ভূপেন্দ্র যাদব, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, দলের রাজ্য সভাপতি ভিডি শর্মা, রাজ্য সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিতানন্দ শর্মাসহ বহু নেতা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। এই অনুষ্ঠানের পর অমিত শাহ গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত বিজেপির বিস্তৃত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকেও যোগদান করবেন।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, শাহ বিমানবাহিনীর বিমানে দুপুর ১২ টা ৫ নাগাদ রাজাভোজ বিমানবন্দরে পৌঁছোবেন। তারপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কুশাভাউ ঠাকরে অডিটোরিয়ামে রাজ্য সরকারের ২০ বছরের গরিব কল্যাণ মহা অভিযানের রিপোর্ট কার্ড চালু করবেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভোপাল ও গোয়ালিয়র সফরের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. নরোত্তম মিশ্র এবং গোয়ালিয়রের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তুলসীরাম সিলাভাতকে মিনিস্টার-ইন-ওয়েটিং মনোনীত করা হয়েছে। মন্ত্রীর ভোপাল সফরকে কেন্দ্র করে পুলিশ নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। তার অনুষ্ঠানস্থল থেকে তিন কিলোমিটার ব্যাসার্ধকে নো ফ্লাইং এবং রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে। রবিবার সকাল থেকে এই আদেশ কার্য্যকর হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে আর্দতাজনিত অস্বস্তি, উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে আর্দতাজনিত অস্বস্তি। ভ্যাপসা গরমে বাড়বে ভোগান্তি। সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আপাতত নেই। মঙ্গলবার থেকে ফের একবার দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে।পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গে আগামী দুই দিন চরমে উঠবে আর্দতা জনিত অস্বস্তি। তাপমাত্রা বদলের বিশেষ কোনও সম্ভাবনা নেই। শহর কলকাতার তাপমাত্রা রবিবার থাকতে পারে ৩৩ ডিগ্রি থেকে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। শনিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.২ ডিগ্রি এবং রবিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ রয়েছে সর্বাধিক ৯৩ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৭০ শতাংশে। রবিবার কলকাতার আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা। তবে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা এদিন নেই। বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য থাকার জন্য আর্দতাজনিত অস্বস্তি বাড়তে পারে। সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা অনেকটাই কম। তবে মঙ্গলবার থেকে ফের দক্ষিণবঙ্গে রয়েছে হাওয়া বদলের সম্ভাবনা। বাড়তে পারে বৃষ্টিপাত। বৃহস্পতি এবং শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে রয়েছে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। এই সময় কলকাতাতেও বাড়তে পারে বৃষ্টির পরিমাণ।

এদিকে একদিকে যখন দক্ষিণবঙ্গ বৃষ্টিপাতের জন্য চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করছে সেই সময় উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী ২৩ থেকে ২৫ অগাস্ট পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায় থাকবে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া।২২ থেকে ২৫ অগাস্ট পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার উপরের দিকের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে। ২২ অগাস্ট ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে।

প্লাস্টিক দূষণ কিছু কথা

● আটের পাতার পর

বৈচিত্রময় জীবজগত রয়েছে, মানুষের ব্যবহৃত প্লাস্টিক সেই জীবজগতেরও ক্ষতিসাধন করছে।

প্লাস্টিক দূষণ প্রতিকারের উপায়

প্লাস্টিক দূষণ এখন সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে দুশ্চিন্তার বিষয়। এখনই যদি কোন ব্যবস্থা নেওয়া না হয় তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের অনেক বড় বিপদের মধ্যে পড়তে হবে। নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করে প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনা যেতে পারে।

১) *পুনর্নবীকরণ:* প্লাস্টিক রিসাইক্লিং বা ব্যবহার করা প্লাস্টিকগুলি যাতে আবার ব্যবহার করা যায় সেই ব্যবস্থা করলে প্লাস্টিক দূষণ অনেকটাই মোকাবিলা করা যাবে। ব্যবহৃত প্লাস্টিকের ব্যবহার করে নানান নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা যেতে পারে। এই কাজে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন সয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের স্বনিযুক্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আবার, সম্প্রতি রাস্তা তৈরির কাজে পিচের পরিবর্তে প্লাস্টিক ব্যবহার করার কথা ভাবা হচ্ছে। তেমনটা হলে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের একটা বড় অংশ পুনরায় ব্যবহার করা যাবে।

২) *নিয়ন্ত্রণ*: গবেষণায় দেখা গেছে যে, ৫ মাইক্রনের কম পুরু প্লাস্টিক পরিবেশের পক্ষে বেশি ক্ষতিকর। তাই অবিলম্বে সেগুলির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাছাড়া, সামগ্রিকভাবে প্লাস্টিকের ব্যবহারও নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। প্রয়োজন হলে, আইন তৈরি করে প্লাস্টিক উৎপাদন এবং প্লাস্টিকজাত সামগ্রীর ব্যবহার কঠোরহাতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৩) *বিকল্প তৈরি*: প্লাস্টিক বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তাই হঠাৎ করে প্লাস্টিকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলে অনেকেই সমস্যার সম্মুখীন হবেন। সুতরাং প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হলে বা পুরোপুরি বন্ধ করতে হলে তার বিকল্প হিসেবে কিছু সামগ্রী সুলভ করতে হবে। যেমন, প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগের পরিবর্তে কাগজের প্যাকেট বা পাটের ব্যাগ বাজারে সহজলভ্য করতে হবে।

প্লাস্টিক দূষণের অনিবার্য পরিণতি থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে উপরোক্ত পদক্ষেপগুলির সঙ্গে প্রয়োজন *মানুষের সচেতনতা*। যতদিন না পর্যন্ত প্লাস্টিক ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে জনমানসে সচেতনতা তৈরি হচ্ছে, ততদিন আইন তৈরি করেও কোনো লাভ হবে না। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে এই কাজ করা যেতে পারে।

উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

● আটের পাতার পর

পাশাপাশি নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিলের দাবি তোলা হয় আলোচনা সভা থেকে। দাবি করা হয় এই নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ছাত্র-স্বার্থ বিরোধী। এ নয়া শিক্ষানীতি চালু হলে প্রভাব পড়বে ছাত্রছাত্রীদের উপর। আয়োজিত আলোচনা সভায় রাধা চরণ দেববর্মা আরও বলেন বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই সংগঠনের আজ ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। আয়োজিত এই দিনের আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এস.এফ.আই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব, টি এস ইউর রাজ্য সম্পাদক সুজিত ত্রিপুরা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

পাকিস্তানে বাস ও পণ্যবাহী গাড়ির সংঘর্ষে ১৬ জন নিহত হয়েছে

ইসলামাবাদ, ২০ আগস্ট (হি.স.) : পাকিস্তানের পিন্ডি ভাট্টিয়ানের কাছে ফয়সালাবাদ মোটরওয়েতে করাচি থেকে ইসলামাবাদে আসা একটি যাত্রীবাহী বাসের সাথে পণ্যবাহী গাড়ির সংঘর্ষে ১৬ জন প্রাণ হারিয়েছে। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৫ জন। পণ্যবাহী গাড়ির মধ্যে ডিজেল ড্রাম ছিল। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ভোরে।

জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, আহতদের পিন্ডি ভাট্টিয়ান হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সংঘর্ষের পরপরই বাসটিতে আগুন ধরে যায়। আশপাশের লোকজন বাসের জানালা ভেঙে যাত্রীদের নামানোর চেষ্টা করে। দুর্ঘটনায় উভয় গাড়ির চালকও নিহত হয়েছেন।

কাজ শুরু করতে নির্দেশ

● আটের পাতার পর

উদ্বেগজনক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এইচএসসিএল-এর ত্রিপুরা ইউনিটের জেনারেল ম্যানেজারকে ধলাই জেলার জেলাশাসকের সাথে পরামর্শক্রমে পিএমজিএসওয়াই প্রকল্পের সড়কগুলির মেরামতের কাজকে অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে। তাছাড়াও দরপত্র আহ্বান করে এক মাসের মধ্যে এককালীন বিশেষ মেরামত হিসেবে অবিলম্বে কাজ শুরু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইচএসসিএল-এর ত্রিপুরা ইউনিটের জেনারেল ম্যানেজার পিএমজিএসওয়াই-এর নিয়ম মেনে ডিসেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে সড়ক মেরামতের কাজ শেষ করা হবে বলে বৈঠকে আশ্বাস দিয়েছেন। পূর্ত (পিএমজিএসওয়াই) দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

সদ্যস হলেন সুদীপ বর্মণ

● প্রথম পাতার পর

সেলজা, গাইখাংগাম, এন রঘুবীর রেড্ডি, শশী থারুর, তাম্রধ্বজ সাহু, অভিষেক মনু সিংভি, সালমান খুরশিদ, জয়রাম রমেশ, জিতেন্দ্র সিং, রণদীপ সিং সুরজেওয়া, জিতেন্দ্র সিং দীপক বাবরিয়া, জগদীশ ঠাকুর, জিএ মীর, অবিনাশ পান্ডে, দীপদাস মুন্সি, মহেন্দ্রজিৎ সিং মালভিয়া, গৌরব গগৈ, সৈয়দ নাসির হুসেন, কমলেশ্বর প্যাটেল এবং কেসি ভেনুগোপাল।

স্থায়ী আমন্ত্রিত: বীরাপ্পা মইলি, হরিশ রাওয়াত, পবন কুমার বানসাল, মোহন প্রকাশ, রমেশ চেন্নিথালা, বি কে হরিপ্রসাদ, প্রতিভা সিং, মনীশ তেওয়ারি, তারিক হামিদ কারা, দীপেন্দ্র সিং হুডা, গিরিশ রায় চোদনকার, টি সুব্বারামি রেড্ডি, কে রাজু, চন্দ্রকান্ত হান্দোর, মীনাক্ষী নটরাজন, ফুলো দেবী নেতাম, দামোদর রাজা নরসিংহ এবং সুদীপ রায় বর্মণ।

বিশেষ আমন্ত্রিত: পল্লম রাজু, পবন খেড়া, গণেশ গোডিয়াল, কোডিকুনিল সুরেশ, যশোমতি ঠাকুর, সুপ্রিয়া শ্রীনেট, প্রণিতি শিন্ডে, অলকা লাম্বা, বংশী চাঁদ রেড্ডি।

পদাধিকারবলে সদস্য: শ্রীনিবাস বিভি সভাপতি আইওয়াইসি, নীরজ কুন্দন সভাপতি এনএসইউআই, নেট্টা ডি''সুজা সভাপতি, মহিলা কংগ্রেস সেবাদলের প্রধান সংগঠক লালজি দেশাই।

ভারপ্রাপ্ত সদস্য : ডাঃ এ চেল্লাকুমার, ভক্ত চরণ দাস, ডাঃ অজয় কুমার, হরিশ চৌধুরী, রাজীব শুক্লা, মানিকম ঠাকুর, সুখবিন্দর রন্ধাওয়া, মানিকরাও ঠাকরে, রজনী প্যাটেল, কানহাইয়া কুমার, গুরদীপ সপ্পল, শচীন রাও, দেবেন্দ্র যাদব, মনীশ চতরথ।

সংঘর্ষে গুরুতর দুই

● প্রথম পাতার পর

জকমের ফলে,প্রথমে মতিনগর হাসপাতাল, এখান থেকে রেফার করে আগরতলা জি বি হাসপাতালে। পথচারীরা জানান বাইক এবং মার তি ছি ল খুবই দ্রুতগতি, পালসার বাইক সামনা ভেঙ্গে, দুমড়ে, মুছরেছ গেছে।উক্ত দুর্ঘটনার খবর সোনামুড়া থানা দেয়া হলে, ঘটনাস্থলে পুলিশ একটু দেরিতে এসেছেন। রাস্তার পাশে রক্তমাখা রক্তাক্ত অবস্থায় বাইক চালক ও তার সহকর আরোহী কে জিবিতে আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি ভর্তি। পুলিশ গোটা ঘটনাটি তদন্ত করছে বলে জানান সোনামুড়া থানার এএসআই জয়ন্ত দাস।

নেতৃত্বই যথেষ্ট ঃ সুদীপ

● প্রথম পাতার পর

সব শেষে তিনি কংগ্রেসের হাত শক্ত করার জন্য যারা দলে আসছেন তাদের স্বাগত জানান তিনি। আগামী দিনে দেশ ও রাজ্যের জন্য কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে হবে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা জানান, জাতীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ভারতরত্ন রাজীব গান্ধীর ৭৯ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। কারণ তিনি দেশ সেবার জন্য প্রাসঙ্গিক। রাজীব গান্ধী দেশের যুবসমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া স্বপ্ন দেখেছিলেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আরো বলেন, রাজীব গান্ধী ছিলেন শান্তির অগ্রদূত। এবং দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আত্ম বলিদান দিয়েছেন। রাজীব গান্ধী পাশ্চাত্যের সাথে ভারত বর্ষকে তুলনা দিয়ে উন্নত ভারত এবং তথ্য প্রযুক্তি উন্নত ভারত গড়তে চেয়েছিল। এমনকি তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষে টেলি কমিনিকেশনকে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে দিয়েছিলেন বলে দাবি করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

সাংবাদিকের মৃত্যুতে শোক

● প্রথম পাতার পর

যাওয়া হয় দুর্গাপুর গ্রামের তার পৈতৃক বাড়িতে। সেখানে গিয়ে ফুলমালা দিয়ে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান সোনামুড়া প্রেস ক্লাবের সম্পাদক অভিজিৎ বর্ধন ,সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী, সমেত প্রেস ক্লাবের সমস্ত সদস্য ও সাংবাদিকরা। প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে সমবেদনা জানানো হয় তার স্ত্রী নাসরিন আক্তার লিজা সহ পরিবার পরিজনদের।৫ ভাই ১ বোনের মধ্যে আব্দুল সত্তারই ছিলেন সবার ছোট। তার বাবা প্রায়ত আবদুল করিম ও মা প্রায়ত করফুলের নেসা।বিকেল ৫ টায় দুর্গাপুর গ্রামের পারিবারিক কবরের স্থানে ইসলামিক রীতি মেনে মা ও বাবার কবরের পাশেই আব্দুল সাত্তারকে দাফন করা হয়।প্রতিভাবান সাংবাদিক আব্দুল সাত্তারের এই অকাল প্রয়ানে গভীর শোক প্রকাশ করছে সোনামুড়া প্রেস ক্লাব। পরিবার পরিজনদের সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি তার স্মৃতির প্রতি জানাচ্ছে গভীর শ্রদ্ধা। সাংবাদিক আব্দুল সাত্তারের প্রায়নের মধ্য দিয়ে শুধু সোনামুড়া বা সিপাহীজলা জেলা নয় , গোটা রাজ্যের সংবাদ জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বলেই মনে করছে সোনামুড়া প্রেস ক্লাব।

অন্যদিকে, সোনামুড়া মহকুমায় কর্মরত সাংবাদিক ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য আব্দুল সাত্তার রবিবার সকালে সোনামুড়ায় নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন ২ পুত্র ,স্ত্রী ,৪ ভাই, ১ বোন সহ অসংখ্য গণমুগ্ধ আত্মীয় পরিজন।তিনি দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন।আব্দুল সাত্তারের অকাল প্রয়াণে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন গভীর ভাবে শোকাহত। অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটি, সোনামুড়া মহকুমা কমিটি , বিশালগড় মহকুমা কমিটি ,সিপাহীজলা জেলা কমিটি, তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটি সহ অন্যান্য মহকুমা ও জেলা কমিটি থেকে প্রয়াতের পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

খেলাধূলা

রাখাল স্মৃতি নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল

ফুটবল হল পরিশ্রম, দক্ষতা ও শৃঙ্খলাভিত্তিক খেলা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগষ্ট।। ফুটবল মানেই আলাদা উত্তেজনা। ফুটবল মানেই বাঙ্গালির আলাদা আবেগ। তাই সব খেলার সেরা এই ফুটবল। আজ উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত রাখাল ম'তি নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত রাখাল ম'তি নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে আজ এগিয়েচলো সংঘ ১-০ গোলে রামক'ষ্ণ ক্লাবকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ানের শিরোপা অর্জন করেছে। পুরস্কার হিসেবে চ্যাম্পিয়ান এগিয়েচলো সংঘকে ৪০ হাজার টাকা ও ট্রফি এবং রানার্স রামক'ষ্ণ ক্লাবকে ৩০ হাজার টাকা ও ট্রফি দেওয়া হয়েছে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান ও রানার্স দলের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দেন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সাংবাদিকদের জানান, ফুটবল হল পরিশ্রম, দক্ষতা ও শৃঙ্খলাভিত্তিক খেলা। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে ফুটবল খেলার মধ্যদিয়ে মানসিক ও শারীরিক প্রশান্তি পাওয়া যায়। মুখ্যমন্ত্রী চ্যাম্পিয়ান ও রানার্স দলকে অভিনন্দন জানান। মুখ্যমন্ত্রী ফুটবলারদেরও উৎসাহিত করেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার ও সচিব অমিত চৌধুরী।

অটল স্মৃতি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

রাজ্য সরকার খেলাধূলার মান উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে ঃ ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগষ্ট।। ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে আজ থেকে অটল ম'তি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২৩ শুরু হয়েছে। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায় এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উদ্যোগে গত কয়েক বছর ধরে অটল ম'তি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার পতাকা উত্তোলন করেন প্রতিযোগিতা কমিটির চেয়ারম্যান তথা প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, রাজ্য সরকার খেলাধূলার মান উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। সেই লক্ষ্যে রাজ্যে অনেকগুলি মাঠ নতুন করে তৈরী করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠও রয়েছে।

ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজারে একটি উন্নতমানের আধুনিক ফুটবল মাঠ তৈরী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নেশা থেকে যুব সমাজকে বের করে আনতে খেলাধূলাকে মাধ্যম করে যুব সমাজের মধ্যে ভ্রাত'ত্ববোধ গড়ে তুলতেও সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তিনি বলেন, এই ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে একতাকে আরও সুদৃঢ় করা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাট প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুমতি দাস, জিলা পরিষদের সদস্য নীলকান্ত সিনহা, যুববিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, কুমারঘাট ব্লকের বিডিও সুদীপ ভৌমিক, প্রাক্তন বিধায়ক মবস্বর আলী প্রমুখ। প্রতিযোগিতায় ১৬টি দল অংশ নিয়েছে।

ত্রিপুরার ফুটবল ইতিহাসে বেনজির সম্মান শীল্ড বিজয়ের হ্যাটট্রিক এগিয়ে চলো-র

এগিয়ে চলো সঙ্ঘ-১ (নিমা) — **রামকৃষ্ণ ক্লাব-০**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। রবিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে উত্তেজনার বারুদে ঠাসা ফাইনালে ম্যাচে এগিয়ে চলো সঙ্ঘ ১-০ গোলে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে পরাজিত করে ফের শিল্ড হাতে তুললেন বৃদ্ধ দেববর্মা-রা। এনিয়ে টানা ৩ বার শীল্ড জয় করলো মেলারমাঠের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি। ত্রিপুরার ফুটবল ইতিহাসে বেনজির সম্মান পেয়েছে এগিয়ে চলো সংঘ। প্রথম কোনও ক্লাব টানা ৩ বার রাখাল মেমোরিয়াল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে শীল্ড ঘরে তুলতে পেরেছে। শীল্ড বিজয়ের দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক এগিয়ে চলো সংঘের। আক্রমণ প্রতি আক্রমণের ফাইনালে গোলের সন্ধান পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে এগিয়ে চলো সঙ্ঘকে ৬৯ মিনিট। এর আগে যদিও বিপক্ষের জালে বল পাঠিয়েছিলো এগিয়ে চলো-র নিমা লেপচা। ওই গোলটি বাতিল করা হয়েছিলো অফ সাইডের জন্য। কিন্তু ৬৯ মিনিটে দলের পক্ষে একমাত্র জয়সূচক গোলটি করেন নিমা লেপচা। ম্যাচের শুরু থেকেই দুদলের ফুটবলাররা কিছুটা পরিকল্পিত ফুটবল খেলে মাঠে উপস্থিত ফুটবলপ্রেমীদের মন জয় করে নেন। দুদলের পরিকল্পনা একই রকম থাকায় আক্রমণগুলো বেশীরভাগই সীমাবদ্ধ ছিলো পেনাল্টি বক্সের কাছাকাছি। প্রথমার্ধে কোনও দলই গোল করতে পারেনি। বিরতির পর কিছুটা পরিকল্পিত ফুটবল খেলতে থাকে রামকৃষ্ণের ফুটবলাররা। এই অর্ধের সময় যত গড়িয়েছে এগিয়ে চলো ম্যাচে দখল নিতে শুরু করে। মাঝমাঠে রাজীব সাধনের নেতৃত্বে আক্রমণে গতি বাড়ায় রামকৃষ্ণের বক্সে। বারবার আক্রমণ গুলো প্রতিহত হচ্ছিলো রামকৃষ্ণ-র গোলরক্ষক সুরজ জমাতিয়া নামক 'ওয়ালে' গিয়ে। ম্যাচে অনবদ্য কয়েকটি সেভ করে দলকে লড়াইয়ে রেখেছিলেন সুরজ। কিন্তু ৬৯ মিনিটে রক্ষণভাগের দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে রামকৃষ্ণের জালে বল পাঠান নিমা লেপচা।

গোল হজমের পর রামকৃষ্ণের ফুটবলাররা আক্রমণের গতি বাড়ান। কিন্তু এগিয়ে চলোর রক্ষণভাগে জয়ানন্দ সিং এবং তিন কাঠির নীচে বৃদ্ধ দেববর্মা ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। তাঁদের কাছেই কার্যত হার মানে রামকৃষ্ণের আক্রমণভাগের ফুটবলাররা। শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলের ব্যবধান অপরিবর্তিত রেখে ম্যাচ থেকে জয় তুলে নেওয়ার পাশাপাশি রাখাল শীল্ডের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি-টিও ঘরে তুলে নেয় এগিয়ে চলো সঙ্ঘ। উল্লেখ্য, পরপর দুবার হলুদ কার্ডের পর লাল কার্ড দেখে স্ট্রাইকার নিমা লেপচাকে আবার মাঠ থেকে বের হতে হয়। বলাবাহুল্য, ম্যাচের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন এগিয়ে চলোর গোল রক্ষক বুদ্ধ দেববর্মা। ম্যাচ পরিচালনা করেন রেফারি নির্মল ভট্টাচার্য।

জাতীয় ব্যাডমিন্টন আসরে রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ বৃদ্ধি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় জুনিয়র ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য দল গঠন করার জন্য ইতোপূর্বে একটি নির্বাচনী শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই শিবিরে কিছু সংখ্যক খেলোয়াড় অংশ নিতে পারেনি। সেই সব জুনিয়র খেলোয়াড়দের পুনর্বার নির্বাচনী শিবিরে অংশ নিতে আরও একটি সুযোগ করে দিতে আগামী ২২শে আগস্ট সকাল ১০ টায় স্থানীয় ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবে আরও একটি নির্বাচনী শিবির অনুষ্ঠিত হবে। ইচ্ছুক খেলোয়ারদের শিবিরে উপস্থিত হয়ে ব্যাডমিন্টন কোচ অনুভা পাল চৌধুরীর কাছে রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে। শিবিরে উপস্থিত থাকার জন্য কোনো টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না। তবে ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার আইডি থাকা আবশ্যক। ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশনের সচিব সঞ্জীব কুমার সাহা এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে দাবি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি তথা রাজ্যের ভেটারেন সাংবাদিক সরযূ চক্রবর্তীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ক্লাবের পক্ষ থেকে ভীষণভাবে উষ্মা প্রকাশ করা হচ্ছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ প্রশাসনকে অতি দ্রুত চুরির সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নিতে এবং চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে ক্লাবের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। টিএসজেসি-র পক্ষ থেকে সচিব সুপ্রভাত দেবনাথ এক বিবৃতিতে এ বিষয়ে উষ্মা প্রকাশ করে পুলিশ প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে বলে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পাশাপাশি চুরির সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে দাবি জানানো হয়েছে।

শান্তিরবাজারে প্রাইজমানি ফুটবল কাটচানকে হারিয়ে তুইকর্মা শেষচারে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। সেমি ফাইনালে উঠলো নিউ তুইকর্মা। পরাজিত করলো এফ সি কাটচানকে। ডি বি সি স্মৃতি নকআউট প্রাইজমানি ফুটবল প্রতিযোগিতায়। শান্তিরবাজার স্কুল মাঠে হয় ম্যাচটি। দেশবন্ধু ক্লাবের উদ্যোগে। শান্তিরবাজার সুব মোর্চার সহযোগিতায়। শুক্রবার ম্যাচের শুরু থেকেই নিউ তুইকর্মা দলের ফুটবলাররা আক্রমাত্তক ফুটবল খেলতে থাকে।

গুড্ডিবাজ-এর ঘুড়ি উড়ানোয় রাজু-রাকেশ জুটি চ্যাম্পিয়ন, অ্যানিমেটরের প্রোগ্রামে পুরস্কার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। গুড্ডিবাজ আয়োজিত ঘুড়ি উড়ানো প্রতিযোগিতায় রাজীব কাইটস গ্রুপ তথা রাজু দেব ও রাকেশ ভট্টাচার্যের টিম চ্যাম্পিয়ন শিরোপা পেয়েছে। সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের নিরিখে হারিয়ে যাওয়া ক্রীড়া সংস্কৃতি তথা ঐতিহ্যবাহী ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতার একমাত্র আয়োজক হিসেবে অ্যানিমেটরের পৃষ্ঠপোষকতায় গুড্ডিবাজ নিঃসন্দেহে বেশ প্রশংসার দাবি রাখে। তৃতীয়বারের মতো এবারের আয়োজনে মহিলা গুড্ডিবাজেরও অংশগ্রহণ টুর্নামেন্টে অন্য মাত্রা বয়ে এনেছে।

আট দিনব্যাপী আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা ১৩ আগস্ট রবিবার শুরু হয়ে আজ, ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে তা শেষ হয়েছে। চূড়ান্ত লড়াইয়ে রাজীব কাইটস গ্রুপ, কাটি পতঙ্গ টিমকে ৬-০তে হারিয়ে সুদৃশ্য চ্যাম্পিয়ন ট্রফি এবং বিশাল অর্থ রাশির প্রাইজমানি জিতে নিয়েছে। শ্যামতনু মজুমদার ও কৌশিক সমাজপতির টিম কাটি পতঙ্গ ফাইনালে বিজিত তথা রানার্স খেতাবের স্বীকৃতি পেয়েছে। দুই সেমিফাইনালের বিজিত দুই দলের মধ্যে মনোরঞ্জন লড়াইয়ে বিপ্লব চক্রবর্তী ও দেবেশ দেবনাথ-এর রুদ্রাক্ষ-ওয়ান টীম সেকেন্ড রানার্স-আপের ট্রফি ও প্রাইজমানি পেয়েছে। আবির ভট্টাচার্য ও চয়ন বাউলের চিল্লার পার্টি প্রাইম তৃতীয় স্থানের পুরস্কার পেয়েছে। ম্যান অব দ্য সিরিজের পুরস্কার পেয়েছেন রাকেশ ভট্টাচার্য।

১৩ আগস্ট সকালে বাধারঘাটে মাতৃপল্লীস্থিত এগ্রিকালচার মাঠে আরবান সদর ডিস্ট্রিক্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট অসীম ভট্টাচার্য, সচিব সুব্রত চক্রবর্তী, বুথ প্রেসিডেন্ট সমাজ সেবক তপন ঘোষ, ওবিসি স্টেট কমিটির সদস্য রতন ঘোষ প্রমূখ উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সমীর সমাজপতি। টুর্নামেন্ট পরিচালনা এবং ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ। সহযোগিতায় ছিলেন আবির পাল। উল্লেখ্য, বিজয়ীদের আগামী ২৬ আগস্ট, শনিবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন অ্যানিমাটর এ-কিউব ৫.০ আয়োজিত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঘুড়ি উড়ানো প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হবে। অ্যানিমেটরের সিইও তথা গুড্ডিবাজ টিমের পক্ষ থেকে কৌশিক সমাজপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি আগামী ২৬ আগস্ট বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রখ্যাত ইমন মিউজিক্যাল ব্যান্ড এর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ফুটবল মাঠে দর্শকাগমনে মুগ্ধ মুখ্যমন্ত্রী রাখাল শিল্ডের ফাইনালে সেরা বুদ্ধ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। ফুটবলপ্রেমীরা এখন মাঠমুখী হয়েছেন। কোভিড আবহের পর রেকর্ড সংখ্যক দর্শকাগম হয়েছে মাঠে। ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজক ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনও ভীষণভাবে খুশি, ফুটবল মাঠের সুদিন পুনরায় ফিরে আসছে বলে। এমনকি আজ, রবিবার মেডিকেডস রেডক্লীফ ল্যাব - রাখাল মেমোরিয়াল শিল্ড ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচের শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা দীর্ঘক্ষণ মাঠে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করার পাশাপাশি প্রত্যাশিত দর্শকাগমের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বলা বাহুল্য, য়রাখাল শিল্ড ফুটবলে এবছর চ্যাম্পিয়ন হলো এগিয়ে চল সংঘ। রানার্স রামকৃষ্ণ ক্লাব। নির্ণায়ক ম্যাচটি সম্পন্ন হবার পর মাঠেই হলো পুরস্কার বিতরণ।

পুরস্কার বিতরণে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। সঙ্গে ছিলেন টি এফ এ-র সভাপতি প্রণব সরকার, সচিব অমিত চৌধুরী, স্পন্সরর মেডিকেডস রেডক্লীফ ল্যাব-এর কর্ণধার কিশলয় ঘোষ, টিএফএ-র অন্যান্য কর্মকর্তা সহ নিউজ প্রাইম ত্রিপুরার কর্নধারের মাতা বিজলী ভৌমিক প্রমূখ। ফাইনালের সেরা ফুটবলারের পুরস্কার স্পনসর করলো নিউজ প্রাইম ত্রিপুরা।

সেরা ফুটবলার হলেন এগিয়ে চল-র গোলরক্ষক বুদ্ধ দেববর্মা। তার হাতে সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দিলেন নিউজ প্রাইম ত্রিপুরার হয়ে বিজলী ভৌমিক।

চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের হাতে ট্রফি ও প্রাইজমানি তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। একই সঙ্গে টি এফ এ-র তরফে রেফারীদেরও স্মারক দিয়ে সম্মাননা জানানো হলো।

শান্তির বাজারে ফুটবল জমজমাট আলিয়-র হ্যাটট্রিকে সেমিতে পতিছড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। হ্যাটট্রিক করলেন আলিয় জমাতিয়া। আলিয়-র দুরন্ত হ্যাটট্রিকে তৃতীয় দল হিসাবে সেমিফাইনালে উঠলো পতিছড়া ও পি এফ সি দল। পরাজিত করলো সাউথ তাকমা দলকে। ডি বি সি স্মৃতি নকআউট প্রাইজমানি ফুটবল প্রতিযোগিতায়। শান্তিরবাজার স্কুল মাঠে হয় ম্যাচটি। দেশবন্ধু ক্লাবের উদ্যোগে। শান্তিরবাজার যুব মোর্চার সহযোগিতায়। রবিবার ম্যাচের শুরু থেকেই পথিছড়া ও পি এফ সি দলের ফুটবলাররা আক্রমাত্তক ফুটবল খেলতে থাকে। বল দখলের লড়াইয়েও ছিলো এগিয়ে। ম্যাচে পথিছড়া ও পি এফ সি দল জয়লাভ করে ৫-১ গোলে। বিজয়ী দলের পক্ষে আলিয় জমাতিয়া হ্যাটট্রিক করেন। এছাড়া দলের পক্ষে বোবার জমাতিয়া এবং হায়ন জমাতিয়া গোল করেন। বিজীত দলের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন বালক সাধন জমাতিয়া। মূলত ম্যাচের শুরু থেকেই মাঝমাঠ দখলে নিয়ে নেয় পথিছড়া ও পি এফ সি দল। আর তাতেই জয় হয়ে যায় সহজ।

খেলা পরিচালনা করেন চরণ মাদ্রাজি। আজ চতুর্থ তথা শেষ কোয়ার্টার ফাইনালে কন্টাক্টর অ্যাসোসিয়েশন খেলবে ইয়াকসামা পাড়ার বিরুদ্ধে।

রাঁচিতে জাতীয় কিক বক্সিং রওয়ানা হলো ত্রিপুরা দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। ঝাড়খণ্ডের রাঁচি শহরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতীয় সাবজুনিয়র, জুনিয়র এবং সিনিয়র কিক বক্সিং প্রতিযোগিতা। ২৩-২৭ আগস্ট হবে আসর। আসরে জাতীয় কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরা কিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ১৮ সাদাস্যক কিক বক্সিং টিম অংশ নিতে রওয়ানা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা হল :-

রাজরুদ্রাক্ষী চৌধুরি,পরিধি সূত্রধর, প্রীয়াংশী সোম,শুধরীতা দেব, সঞ্চালী রায়, আয়েশা নম:, প্রণামিকা রায়, শিবাঙ্গী চক্রবর্তী, ওতাক্সি সরকার, রূপাঞ্জলী দত্ত, ময়ুখ বিশ্বাস, কিষান নম:, সিদ্ধেষ দেব, অয়ন ভৌমিক, রাজ সূত্রধর, প্রণয় পাল, চমন সিং গৌর,কোচ কাম ম্যানেজার: কৃষ্ণ দে। রবিবার সকালে রেলপথে কিকবক্সিং টিম আগরতলা থেকে ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। ত্রিপুরা কিকবক্সিং অ্যাসোসিয়েশন -এর তরফ থেকে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যদের প্রতি শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়েছেন চিফ কোঅর্ডিনেটর অ্যান্ড কনভেনার টিম সিলেকশন কমিটি, শুভজিৎ সরকার

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিগত সরকার দৃষ্টিহীনদের পাশ ছিল না ঃ টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগষ্ট।। মহাত্মা গান্ধী গরীব ছিলেন না, এক বিত্তবান পরিবারের লোক ছিলেন তিনি। বিলেত থকে পড়াশোনা করেও এসেছিলেন। চাইলেই তিনি একটা কোট প্যান্ট পড়তে পারতেন।কিন্তু দেশের মানুষের জন্য তিনি আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। সেই কারনেই তাকে জাতির জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। রবিবার অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির সেন্ট্রাল জোনের সপ্তদশ তম দ্বি বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনে এই কথা বলেছেন সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। রাজ্য দৃষ্টিহীনদের বিভিন্ন দাবি দাওয়াকে সামনে রেখে রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়।এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, বামেরা রাজ্যের দৃষ্টিহীন দের উন্নয়নে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তবে বর্তমান সরকার দৃষ্টিহীনদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে। সামাজিক ভাতা সহ প্রদান করা হচ্ছে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যা তাদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রায় সাহায্য করবে। তিনি এদিন এও বলেন, বিগত সরকার দৃষ্টিহীনদের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় নি। তবে বর্তমান সরকার তাদের পাশে রয়েছে বোলে জানান মন্ত্রী। এদিনের সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, মন্ত্রী শুক্লা দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

প্লাস্টিক দূষণ কিছু কথা

ড: হৈমন্তী ভট্টাচার্যী

সভ্যতার অভিমুখে মানুষ যত এক পা এক পা করে এগিয়ে গেছে, ততই সে ক্ষতি করেছে প্রকৃতির। মানুষের তৈরি অনেক জিনিসই আজ মানব সভ্যতার সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রকৃতিকে ধ্বংসের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে; **তেমনি একটি জিনিস হল- প্লাস্টিক**

প্লাস্টিক এখন আধুনিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। একসময় জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাপড়ের থলি, পাটের তৈরি ব্যাগ, কাগজের প্যাকেট ব্যবহার করা হতো।এগুলি ছিল পরিবেশ বান্ধব- ব্যবহার করার পর ফেলে দিলে সহজেই প্রকৃতিতে মিশে যেতো, পরিবেশের কোনো ক্ষতি করতো না। বর্তমানে আমরা জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্লাস্টিকের তৈরি ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করি যা পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। শুধু ক্যারিব্যাগ নয়, প্লাস্টিকের তৈরি হাজার রকমের জিনিস আমরা ব্যবহার করে থাকি। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর যে টুথ ব্রাশ দিয়ে আমরা মুখ ধুই সেটিও প্লাস্টিকের তৈরি, জলের বোতল প্লাস্টিকের তৈরি, অনেকেই প্লাস্টিকের টিফিন ক্যারিয়ারে স্কুলে খাবার নিয়ে যায়; ঘরের অনেক জিনিসপত্র- কৌটো থেকে শুরু করে শোপিস সবই প্লাস্টিকের তৈরি। মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, হোম থিয়েটার, সাউন্ড সিস্টেম --- এসবের কাভার/ কেবিনেট প্লাস্টিকের তৈরি। এমনকি আমরা যেসব কলম দিয়ে লেখি সেগুলিও বেশিরভাগ প্লাস্টিকের তৈরি। প্লাস্টিকের তৈরি জিনিসের দাম কম এবং টেকসই বেশি হয়। আমরাও তাই নির্বিচারে প্লাস্টিকের জিনিস ব্যবহার করি। আর এইজন্য আজ ঘরে বাইরে চারিদিকে প্লাস্টিকের স্তূপ।

প্লাস্টিক দূষণের নানা দিক

প্লাস্টিক দূষণের কারণে মাটির উর্বরতা ব্যাহত হয়, কৃষি উৎপাদনশীলতা বাধাগ্রস্ত হয় এবং বাস্তুতন্ত্রের সুস্থতা বিঘ্নিত হয়। প্লাস্টিক বর্জ্য পুড়িয়ে ফেলার ফলে পরিবেশে বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ মিশে যায়, যার ফলে বায়ু দূষণ ঘটে এবং পরবর্তীতে শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত রোগব্যাধির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া

১.প্লাস্টিক পরিবেশের শত্রু। ব্যবহার করার পর প্লাস্টিকগুলি যেখানে ফেলা হয় সেখানকার মাটি দূষিত হয়ে যায়। বিশেষত যেসব প্লাস্টিক ৫ মাইক্রনের কম পুরু হয় সেগুলি দীর্ঘদিন একইরকম থেকে যায়। এরফলে সেই মাটিতে কোনো গাছ জন্মাতে পারে না।

২.বেশিরভাগ প্লাস্টিকের ব্যাগ মানুষ একবার ব্যবহার করে রাস্তায় ফেলে দেয়। কারণ, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সেগুলিকে গৃহস্থের আবর্জনা বলে মনে করা হয়। এরপর রাস্তায় পড়ে থাকা প্লাস্টিক যদি গরু, ছাগল বা কুকুরের পেটে যায় তবে সেটি অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং একসময় মারা যায়।

৩.আবার, বৃষ্টির জলের মাধ্যমে এই সমস্ত প্লাস্টিক গিয়ে পড়ে নদীতে এবং সমুদ্রে। ফলে সেখানকার পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। সমুদ্রের নীচে যে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে দলের শক্তি বাড়তে জন সংযোগে জোর পিনাকীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২০ আগষ্ট।। গত বিধানসভা নির্বাচনে কল্যাণপুরে লড়াই হয়েছিল ত্রিমুখী। প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে বিজেপির পিনাকী দাস চৌধুরী জয়ী হলেও বড় শক্তি হিসাবে ওঠে এসেছিলেন তিপ্রা মথার মনিহার দেববর্মা। প্রাপ্ত ভোটের হিসাবে বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী মনীন্দ্র দাস যিনি প্রাক্তন বিধায়কও তাকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে ওঠে এসেছিলো তিপ্রা মথা। কিন্তু এর পর বহুবার টিম পিনাকী ভাঙ্গন ধরিয়েছে তিপ্রা মথায়। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কি করে বিজেপির অনুকূলে ভোট মার্জিন বাড়ানো যায় এটাই এখন বিজেপি খোয়াই জেলা সভাপতি তথা কল্যাণপুর এর বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীর একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। লোকসভা নির্বাচন কে কেন্দ্র করে একের পর এক সভা করে যাচ্ছেন তিনি। রবিবার স্থানীয় লোটাস কমিউনিটি হলে এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কল্যাণপুর মন্ডলের উদ্যোগে। এই বৈঠকে বিজেপির ছয় টি মোর্চার নেতা সহ শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ এবং কল্যাণপুরের ৫৬ টি বুথের কর্মকর্তারা যোগ দেন। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী সবার উদ্যেশ্যে সাফ জানিয়ে দেন জনসংযোগ আরও বাড়াতে হবে যেভাবেই হোক। প্রতিটি মানুষের কাছে গিয়ে মন জয় করতে হবে। সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির উপরেও বিশেষ জোড় দেন বিধায়ক। তিনি বলেন সরকারী যে বিশাল উন্নয়ন যজ্ঞ চলছে কল্যাণপুর কে মিনি শহর হিসাবে সাজাতে সেই উন্নয়নমূলক কাজ কর্ম সম্পর্কে জনগণকে জানাতে ও বুঝাতে হবে। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কল্যাণপুর বিজেপি মন্ডল সভাপতি জীবন দেবনাথ ও। মঞ্চে ছিলেন সহ সভাপতি পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য সহ অন্য নেতারা। যুবক দের বিজেপির প্রতি আকর্ষণ বাড়ানোর উপর বিশেষ নজর দেবার কথাও বৈঠকে ওঠে আসে।

ভারত অর্থনৈতিক দিকে বিশ্বে পঞ্চম স্থানে, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলেছে : রাজীব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগষ্ট।। রবিবার রাজধানীর ধলেশ্বরস্থিত কামিনী কুমার স্কুলে একটি সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী তথা বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, মেয়র দীপক মজুমদার, আইনজীবী অস্মিতা বনিক এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক কিশোর দত্ত। বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, বিশ্বের মধ্যে ভারত অর্থনৈতিক দিকে পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে। কারণ দুর্নীতি মুক্ত দেশ তৈরি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশ আজ এগিয়ে চলেছে। এবং রাজ্য একই দিশাতে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু রাজ্যের কাছে বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলা। সমাজের একটা শক্তি যুব সমাজকে পিছিয়ে দিতে বিভ্রান্ত করে নেশার দিকে ধাবিত করছে। তাই সকলের দায়িত্ব সমাজকে নেশামুক্ত রাখার চেষ্টা করা। আয়োজিত রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের উপস্থিতি ছিল বেশ লক্ষণীয়। রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য অতিথিরা পরবর্তী সময় রক্তদান শিবির পরিদর্শন করে রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা জানান।

বিলোনীয়ায় দলবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২০ আগষ্ট।। রাজনীতিতে দল বদল এ এক পুরোনো খেলা, যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে সেইদিকে ভীড়তে শুরু করে বিরোধী পক্ষের লোক অর্থাৎ ডান বাম প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই ধারা বহমান।রবিবার ঋষ্যমুখ বিধানসভা ক্ষেত্রেও এই ধরনের একটা যোগদান সভা সম্পন্ন হলো উত্তর সোনাইছড়ির কিল্লা মুড়ায়, এখানে সিপিম কংগ্রেস ও মথা পরিবার থেকে ৪৮ পরিবারের ১৩৩ জন বিরোধী দলের সমর্থক শাসক বিজেপি দলে যোগদান করেন দক্ষিণ জেলার বিজেপি সাধারণ সম্পাদক দীপায়ন চৌধুরীর হাত ধরে।যোগদান সম্পর্কে দীপায়ন চৌধুরীর বক্তব্য হলো বিরোধী দল গুলোর অস্তিত্ব এখন শঙ্কটে, এঁদের না আছে কোন ভূত না ভবিষৎ, এঁদের সঙ্গে থাকা মানে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারা, নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন করা, উন্নয়নের শরিক হতে না পারা, তাই নিজেদের উন্নয়ন কর্মজজ্ঞে সামিল করার জন্যই তাদের এই যোগদান, আগামীদিনে রাজ্যের উন্নয়নে তারা শরিক হবেন, ভুল দলে থেকে ভুল পথে পরিচালিত হবেন না, বিশেষ করে বিরোধী সমর্থক হিসেবে আজ যারা বিজেপি দলে যোগদান করলেন তাঁদের বক্তব্য হলো এতদিন তারা ভুল পথে পরিচালিত হয়েছিলেন, আর তারা ভুল পথে পরিচালিত হবেন না, বিজেপির পতাকা তলে থেকে দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে দলের সেবা করবেন।

টি.এস.ইউ -র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগষ্ট।। টি.এস.ইউ -র ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মেলারমাঠ ছাত্র যুব ভবনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। সভায় বক্তব্য রেখে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাধাচরণ দেববর্মা বলেন বর্তমানে রাজ্যে উপজাতি শিক্ষার্থীর সংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এদিন আলোচনা সভা দ্বারা শিক্ষা বাঁচাও, সংবিধান বাঁচাও, ভারতবর্ষ বাঁচাও স্লোগান তোলা হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেবদারুতে দুই জুয়ারী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগষ্ট।। দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং নেশা বিরোধী অভিযানের পাশাপাশি জুয়া বিরোধী অভিযানেও কাজ করেযাচ্ছেন। দেবদারুর অধিকাংশ লোকজন জুয়ার কবলগ্রাসে সর্বশান্ত হয়েপরছে। এইসকল লোকজনদের জুয়ার কবলগ্রাস থেকে মুক্তি দিতে কাজকরে যাচ্ছে দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং। রবিবার রাত্রিবেলায় ওসি বকুল রিয়াংএর নেতৃত্বে দেবদারু বাজারে জুয়া বিরোধী অভিযান চালানোহয়। পুলিশের উপস্থিতির টেরপেয়ে জুয়ারিরারা ঘটনাস্থলথেকে পালিয়ে যেতে সক্ষমহলেও একজন জুয়ারি পুলিশের জালে আটকহয়। আটক করাব্যক্তির নাম আনন্দ ত্রিপুরা।

উনার কাছ থেকে জুয়া খেলার সামগ্রী তাস সহ নগদ ৬০০ টাকা উদ্ধার করাহয়।

অপরদিকে এম এল এ পাড়া থেকে এম ভি ৩০৯/ ২০২৩ নাম্বার কেইসের অভিযুক্ত চাইলা মগকে গ্রেপ্তার করাহয়। দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং জানান উনাদের এইধরনের অভিযান প্রতিনিয়ত জারি থাকবে।

ভ্যাট থেকে জিএসটি-তে রূপান্তর সচিবালয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগষ্ট।। পূর্ত ও বিভিন্ন দপ্তরের ওয়ার্ক কনট্রাক্ট সম্পর্কিত আদালতে মামলার নিরিখে ভ্যাট থেকে জিএসটি-তে রূপান্তর করা নিয়ে গত ১৮ আগস্ট সচিবালয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এ সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে অর্থ দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা পাঠানো হবে। পূর্ত (আর এণ্ড বি) দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

এইচএসসিএলকে দ্রুত কাজ শুরু করতে নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগষ্ট।। জনগণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ধলাই জেলায় পিএমজিএসওয়াই প্রকল্পে এইচএসসিএল-এর নির্মিত সড়কগুলির সংস্কারের বিষয়ে গত ১৮ আগস্ট সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পূর্ত দপ্তরের সচিব, অর্থ দপ্তরের সচিব, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব, পূর্ত দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার (আর এণ্ড বি), ধলাই জেলার জেলাশাসক, পূর্ত দপ্তরের ৫ম সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক বাস্তুকার ও এইচএসসিএল-এর ত্রিপুরা ইউনিটের জেনারেল ম্যানেজার। বৈঠকে ধলাই জেলায় সংশ্লিষ্ট সড়কগুলির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মফস্বলেও জিনিসপত্রে দামে দিশেহারা মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২০ আগষ্ট।। লাগামহীন দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি দক্ষিনের জেলা সদর বিলোনীয়া বাজার গুলিতে দ্রব্যমূল বৃদ্ধির কারণে গরীব সাধারন মানুশের নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে, মানুষ দিশে হারা। বিভিন্ন বাজার গুলিতে ঘুরে ঘুরে যত টুকু খবর সংগ্রহ করা গেছে তাতে দেখা গেছে বিলোনীয়া বাজারে আলু কেজি প্রতি ৪০ টাকা কিলো , পেঁয়াজ ৪০ টাকা , রসুন ৩০০ টাকা কিলো , ঝিংগা - পটল - ৮০ টাকা কিলো, বড়বটি - ৯০ বা কোথাও কোথাও ১০০ টাকা কিলো পৌঁছে গেছে , গাজর - ২৫০ টাকা কিলো, কেপসিকাম - ২০০ টাকা কিলো, কাচা মরিচ - ৩০০ টাকা কিলো, কাচা কলা ৩ টা ২০ টাকা, নলা মাছ ৩০০ টাকা কিলো, বড় মাছ ৪৫০ টাকা,কাটা ৫০০ বা তার বেশি,দেশী মরোগের মাংস ৭৫০ - ৮০০ টাকা কিলো, বয়লার ২৫০ টাকা, পাঠা ১০০০ - ১১০০ টাকা কিলো, পল্ট্রির ডিম ৪ টা ৩০ টাকা। এই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি অর্থাৎ অগ্নিমূল্য সব্জী সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র ক্রয় ক্ষমতা গরীব সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। অবিলম্বে প্রশাসন যদি বাজার দর নিয়ন্ত্রের বেপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন তাহলে হয়তো বা মানুষকে আধ পেটা খেয়ে থাকতে হবে ,বিলোনীয়া মহকুমা জুড়ে সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে বিষয়টি যেন গুরুত্ব সহকারে দেখে মহ কুমা প্রশাসন থেকে শুরু কোরে জেলা প্রশাসন।

পাশাপাশি বিভিন্ন ব্লক এলাকায় ও গ্রামীণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে এই একই বিষয় নিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর পাশাপাশি শাক সবজির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের মাথায় হাত বিপাকে সব শ্রেণীর মানুষ মহকুমা বিভিন্ন ব্লক এলাকায় বিভিন্ন গ্রামীণ বাজারে জিনিস পত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে , এমনিতে মানুষের হাতে টাকা পয়সার বড় অভাব, নেই পর্যাপ্ত পরিমানে সরকারি কাজ, এই অবস্থায় বাজারের জিনিষ পত্রের দাম সীমাহীন ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামীণ এলাকার সাধারণ শ্রেণীর মানুষ বিপাকে পড়েছে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে গ্রামীণ এলাকায়ও একই অবস্থা সেখানে কোন প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই এমনিতেই গ্রাম পাহাড়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারি কোন কাজ নেই।অভিযোগ সামাজিক ভাতা গত তিনমাস ধরে বন্ধ। সেচ ব্যাবস্থা ও ভেঙ্গে পরেছে, নেই আগের মত কৃষি কাজ। চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন হচ্ছে না।মানুষের আয়ের অন্যতম ভরসা রাবার।

রাবারের মূল্যের পতনে মানুষের হাতে টাকা তেমন আসছে না। সব্জী সহ নিত্য জিনিষ পত্রের ক্রয় ক্ষমতা গরীব সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। এই নিয়ে পরিবার প্রতিপালন করার ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামীণ সাধারণ মানুষের চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।